ভূত নয় তো কী

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়িখানাকে কর্তাবাবু সম্প্রতি নতুন রং করিয়েছেন, তাই তাকে চান করাবার ব্যাপারে বটুকহরির এখন ভারী সমীহ আর স্নেহ। যাদুর গায়ে হাত বুলনোর মতো করে নরম ঝাড়ন দিয়ে ঘষে ঘষে চান করাতে করাতে, হাতের বালতির জলটা ফুরিয়ে গেল। অগত্যাই আবার লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের বালতিটিকে নিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে এল বটুক।

মিস্টার চৌধুরীর এই বারাসতের বাড়িটির সামনে অনেকখানি

কম্পাউণ্ড। বাগানও করা হচ্ছে। সেই বাবদ গেটের ভিতরে একটু ডানহাতি একটা টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। বাগানে জল দেওয়ার কাজে লাগবে, প্লাস গাড়ি চান করাবার। এবং কাজের লোকজনদের চানটানও।

রিটায়ার করার পর চৌধুরীসাহেব বাড়িটা নতুন কিনেছেন বটে, তবে বাড়িটা মোটেই নতুন নয়। আদ্যিকালের পুরনো। তবে হ্যাঁ, বাড়ির মতো বাড়ি বটে একখানা। প্রাসাদ বললেই ভাল হয়। কিন্তু নিজের লোক বলতে আর ক'জন চৌধুরীসাহেবের সংসারে? এই লোকজনেতেই যা বাড়ি সরগরম। বটুকহরি একটু বিশিষ্ট। সে কর্তাবাবুর খাশপরিচারক। কর্তাবাবুর গাড়িখানাকে তাই সে অপর কারও হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। নইলে গাড়ি তো গোবরাও ধুতে পারত!

টিউবওয়েলটা বার কয়েক ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করেই বালতিটাকে টইটুম্বুর ভর্তি করে গেটের বাইরে চলে এসেই বটুকহরি থ।

গাড়ির বন্ধ দরজাটি খুলে নিয়ে তার মধ্যে দিব্যি আরাম করে বসে আছে একটা ছেলে! ছেলেটার গায়ে একটা গেঞ্জি আর পরনে একটা হাফপ্যান্ট। দুটোই বেশ মজবুত মতো, এবং ভাল জাতেরও। কিন্তু গেঞ্জির পিঠটা আর হাফপ্যান্টের একটা পায়ের নীচের দিকটা ফালা করে ছেঁড়া। ছেলেটার মাথাটা রুক্ষ আর যেন ধুলো-বালিতে বোঝাই। খালি পা দুটোর হাঁটু অবধি খড়ি ওঠা। কিন্তু মুখখানা যেন ঠিক গোপাল ঠাকুরের মতো, আর রংটা দিব্যি ফুটফুটে। হাতের চেটো দুটো ফুলো-ফুলো কচুরির মতো। তবে কাদা-মাটি মাখা। এ আবার কোথা থেকে এসে জুটল!

এইমাত্তরই তো গাড়িটাকে ছেড়ে জল আনতে ভেতরে ঢুকেছিল বটুক। বটুক হাতের বালতিটা নামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "অ্যাই পাজি, গাড়িতে উঠে বসেছিস যে? কে তুই?"

ছেলেটা জানলায় মুখ রেখে কড়া গলায় বলে উঠল, "পাজি মানে? সভ্যভাবে কথা বলতে জানো না?"

বটুক কোমরে হাত দিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে বলল, "তো পাজিকে পাজি বলব না তো কী বলব? গাড়িতে উঠে বসে আছিস মানে? নেমে আয় বলছি।"

"তুই-তুই করছ কেন? তুমি বলতে শেখোনি? খবরদার, তুই বলবে না।"

"ও! আবার লম্বা-লম্বা কথা। কোথা থেকে কোন মহারাজ লাটপুত্তুর এলে হে যে-তোমায় তুই বলা চলবে না, পাজি বলা চলবে না? নেমে আয় বলছি। নোংরা ভূত। ধুলো-কাদা মেখে গাড়িতে উঠে বসেছিস। সাহস তো কম নয়।" বলেই বটুকহরি দরজার হ্যাণ্ডেলে একটা মোচড় মেরে ছেলেটার একটা হাত চেপে ধরে হিঁচড়ে টান মারে।

"আঃ। ছাড়ো বলছি। ওঃ। কী কেঠো হাত! আঙুলগুলো বুঝি লোহা দিয়ে তৈরি?" বলে ছেলেটা নেমে এসে ঠোঁট উলটে বলে, "ভারী তো গাড়ি। তার আবার এত অহঙ্কার। কী একেবারে ভেলভেটের গদি! তাই ধুলো লাগলে ক্ষয়ে যাবে!"

"বটে। বটে।" বটুক তড়পে উঠে, "তোর বাপের বুঝি এর চাইতে অনেক ভাল ভাল গাড়ি আছে?"

"অ্যাই চোপ। 'বাপ' বলছ যে? খবরদার বাপ-টাপ বলবে না বলছি। ওটা খারাপ কথা। গালাগাল। তা জানো না বুদ্ধু?"

"অ্যাঁ। এই শয়তান পাজিটা কী বলে গো!" বটুকহরি মুঠো পাকিয়ে বলে, "গালাগাল। খারাপ কথা। জ্ঞান টনটনে। আর না-বলেকয়ে অপরের গাড়িতে চড়ে বসা খুব ভদ্রতা, কেমন? হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলি তাই শুনি? কোনও দিন তো এ-তল্লাটে দেখিনি। বাড়ি কোথায়? কাদের ছেলে? নাম কী?"

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার অত খোঁজে দরকার কী?"

"ও! দরকার নাই? চোর না ছ্যাঁচোড় তার ঠিক কী? কোন চুলো থেকে এসে এই এরিয়ায় সেঁদিয়ে বসেছিস?"

ছেলেটা তো দুই কোমরে হাত দিয়ে বীরের ভঙ্গিতে বলে, "কেন? এরিয়াটা তোমার কেনা? তাই আর কেউ আসতে পারবে না?"

"আরেব্বাস। এ যে দেখি জাত কেউটের ছানা। বলি গাড়িখানা তো আমার কর্তাবাবুর কেনা। তাতে সেঁদিয়ে বসেছিস কেন?"

"ইচ্ছে হয়েছিল, একবার বসেছিলাম! তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? চোর-ছ্যাঁচোড় যা ইচ্ছে বললেই হল? আমি তোমার কর্তাবাবুর গাড়িখানায় উঠে চালিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম? যা করছিলে করো তো। একের-নম্বর ফাঁকিবাজ।"

"কী? কী বললি? একের-নম্বর ফাঁকিবাজ। ব্যাটা। আমি তোর বাবার চাকর?"

"ফের? ফের ওইসব 'বাবা' দিয়ে কথা? বলেছি না খবরদার বলবে না?"

বটুক যদিও প্রথমটায় ছেলেটার গোপাল-গোপাল মুখ, ফুটফুটে রং, আর এরকম আকস্মিক আবির্ভাব দেখে হঠাৎ ভেবেছিল, কী রে বাবা, কোনও শাপভ্রষ্ট দেবদূতের ছানাটানা নয় তো। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই। ছেলেটার বাক্যিবুলিতে বটুকের সর্বাঙ্গে লঙ্কাবাটার চিড়বিড়িনি।

অতএব বটুক তার পাকসিটে ল্যাগবেগে শরীরটা নিয়ে উচ্চিংড়ের মতো তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, "আচ্ছা! বলব কি না বলব, তা দেখাচ্ছি। চল একবার কর্তাবাবুর কাছে।"

হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে যায় ওর হাতটা। আর লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা কিনা ফট করে রাস্তার ধার থেকে এক টুকরো ভাঙা ইট কুড়িয়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে বলে, "আর এক-পা এগিয়েছ কি ছুঁড়ছি। গাড়ি ধোওয়ার লোক, তার আবার এত সর্দারি। যাও না, ডেকে আনো না তোমার কর্তাবাবুকে। দেখি কী করেন তিনি আমার। যাও না।"

"অ! শয়তান একখানি। আমি কর্তাবাবুকে ডাকতে যাই আর তুই সেই ফাঁকে ভেগে যাস। কেমন? ওসব চালাকি চলবে না। চল বলছি আমার সঙ্গে।"

"যেতে আমার দায়ে পড়েছে। বললাম যা করছিলে করো। তা নয়! কেবল কথা! সাধে বলেছি ফাঁকিবাজ।" বলে ইটটা উঁচিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

বটুক আর কালবিলম্ব না করে বোধহয় আত্মরক্ষার্থেই মুখের দু' পাশে হাত আড়াল করে একটু সুর করে জোরালো খ্যানখেনে গলায় হাঁক পাড়ে, "গোবরা আ—আ!"

ছেলেটা হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে, "কী বললে? গোবরা? বাঃ। বাঃ! কী একখানা নাম! ভাই বুঝি? তো তোমার নিজের নামটা কী? কাদা? না পচা? না কী শ্যাওলা পাঁক?"

হাসির সঙ্গে কথা। ঝিলিক দিয়ে ওঠে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি।

বটুকের মাথা ঝিমঝিমিয়ে আসে।

এ কী ছেলে রে বাবা! কাদের ছেলে। এতটুকু ছেলের মুখে এত কথা! বিচ্ছু না ধানিলঙ্কা!

গোবরা এসে গেল। হাঁপাতে-হাঁপাতে, ছুটে-ছুটে।

"কী গো বটুকদা। অমন আত্তোনাদ করে ডাকলে যে? ওমা। এটা আবার কে? ইট বাগিয়ে কেন?"

বটুক ফোঁসফোঁস করে বলে ওঠে, "ওটা? ওটা হচ্ছে একটা

বিচ্ছু ! পুনকে সাপ ! ধানিলঙ্কা । ছানা শয়তান । ধর তো । দু'জনে মিলে কর্তাবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাই ।"

"হি-হি-হি !" ছেলেটা আবার ধুলো-কাদা মাখা মুখে মুক্তোদাঁতের পাটির ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, "উঃ । কী বীরপুরুষ রে । এইটুকু একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে দু'জন লাগবে । ধরে নিয়ে যাবার দরকারটা কী ? চলো না । আমি নিজেই যাচ্ছি । ভয়টা কী ? তোমাদের কর্তাবাবু কী বাঘ, না ভালুক ? না কী প্রাইম মিনিস্টার ?"

"কী ? কী বললি ?"

গোবরা বলে ওঠে, "পাজি যে আবার ইংরিজি কথা কয়গো বটুকদা ।"

"আবার অসভ্য কথা । সবাই সমান । চলো দেখি, কোথায় তোমাদের সেই কর্তাবাবু । বলে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি ।" বলেই হঠাৎ একঝলক আলো ছড়িয়ে একসার মুক্তোপাটি দাঁত দেখিয়ে হি-হি করে উঠে বলে, "নাকি তিনিও তোমাদের মতন ? হি-হি, একজন মোটা গুঁফো ভুঁড়িদাস বুড়ো ? তাই তোমরা..."

"ওরে গোবরা !" বটুকহরি চেঁচিয়ে ওঠে, "এ পাজি মানুষের ছ্যানা নয় রে, শয়তানের ছ্যানা । এই বয়েসে এমন বাক্যিবুলি । যা, কর্তাবাবুকে বলগে যা । আমায় তো শাসিয়ে রেখেছে এক-পা এগোলেই ইট ছুঁড়বে ।"

গোবরা ছুট মারে ।

এবং শয়তানের ছানাটি যেই ভাঙা ইটের টুকরোটি উঁচু করে তুলে ধরে, সেই মুক্তোসারি দাঁতের পাটিটি মেলে হাসতে থাকে ।

গোবরা ভিতরে ঢুকে যাওয়া-মাত্রই গোবরার মাসি আসে বাইরে থেকে, একঝুড়ি শাকডাঁটা নিয়ে । মনে হয় বাজার থেকে কেনা নয়, বাগান থেকে সংগ্রহ করা ।

গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকতে গিয়েই থমকে বলে, "অ মা । এ আবার কী ? এই পোলাডা এমন মারমুখী হয়ে দাঁইড়ে যে ? অ বটুক ? অ খোকা, কী হয়েচে ? কোথা থেকে এলে গো ?"

'খোকা' শব্দটা শুনে পোলাটি হাতের ইটটা ঈষৎ নামিয়ে বলে, "এই লোকটা ভারী অভদ্র । খারাপ কথা বলে ।"

"অ মা ! তোরে আবার কী খারাপ কতা বলবে ? পুঁচকে একটা..."

"ফের ? তুমিও ? বলেছি, ঠিক সবাই সমান ।"

মাসি বলে, "বটুক । কী হয়েচে খুলে বল তো ?"

"বলবার কিছু নেই । ওনাকে পাজি বলা চলবে না । ওটাই হচ্ছে খারাপ কথা ।"

মাসি একটা ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে হেঁ-হেঁ করে হেসে বলে, "তাই বুঝি ? তো কী বলতে হবে ? হেঁ-হেঁ । তো কোথা থেকে এসে উদয় হয়েচিস রে বাবা ? দেকতে তো বেশ চাঁদপানা । হালখানা বস্তির ঘরের মতন । বলি কাদের ছেলে রে তুই ?"

"অ্যাই । 'তুই' বলবে না বলে দিচ্ছি ।"

বটুক বলল, "ওই শোনো মাসি । গোবরা গেছে কর্তাবাবুকে জানাতে ।"

মাসি গলা নামিয়ে বলল, "পাগল ছন্ন নয় তো ? খ্যাপাসনি বাপু । মুকচোক তো দিব্যি । ভদ্দরঘরের মতন রং । মাতা-ফাতা খারাপ হয়ে বোধ হয়..."

ভেতরে ঢুকে যায় গোবরার মাসি ।

বটুক বলে, "ওই উঁচনো ইটটা নামা না বাবা ! ইদিকে তো দাঁত বার করে আছিস । হেসে হেসে মনিষ্যি খুন করিস না কী !"

ছেলেটা নামানো ইটটা ফের উঁচিয়ে বলে, "তুই বলা ছাড়বে কি না ?"

তা বটুক উত্তর দেবার আগেই অন্য ঘটনা ঘটে । গেট ঠেলে বেরিয়ে আসেন কর্তাবাবু । চৌধুরীসাহেব ।

কর্তার পরনে একটি ধবধবে পায়জামা, গায়ে একটি এমব্রডারি-করা পাঞ্জাবি । পায়ে চপ্পল । বছর ষাটেক বয়েস । চেহারা রীতিমত অভিজাত । পিছনে গোবরা ।

গেট ঠেলতে ঠেলতেই বলেন, "কী হে বটুকহরি ? কী ব্যাপার ? তোমার ওপর নাকি ডাকাত পড়েছে ? কই ? আরে এ কী ! হা-হা-হা ! এই না কী ? এই শিশুটির ভয়ে... হা-হা-হা । ওহে মাস্টার, হঠাৎ ইট হাতে কেন ? নামাও বাপু ! এসো এদিকে ।"

ছেলেটা হাতের ইট নামিয়ে হাতটা ঝাড়তে-ঝাড়তে গাড়ির ওপার থেকে এপারে সরে এসে জোর গলায় বলে ওঠে, "নমস্কার । আপনাকে দেখে তো বেশ জেন্টলম্যান বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার এইসব লোকজন এমন ইয়ে 'স্মলম্যান' কেন ?"

"কী ম্যান ?"

"বললাম তো । স্মলম্যান । বাংলায় বললে খারাপ শোনায় । এদের একটু ম্যানার্স শেখাতে পারেননি ?"

চৌধুরীসাহেব তাঁর পুরু কাচের চশমার মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, "শিখলে তো । জ্ঞানগম্যি থাকলে তো । তোমার সঙ্গে বুঝি খুব খারাপ ভাবে কথা বলেছে এরা ?"

"বলেছেই তো ।"

"ভেরি ব্যাড । তো তোমায় তো মাস্টার, ঠিক চিনতে পারছি না । এ-পাড়ায় নতুন এসেছ বুঝি ?"

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' জানায় ।

"তো কোন বাড়িটায় এসেছ ? মানে, কিনে, না ভাড়া নিয়ে ?"

"আপনাকে বলেছি, এখানে থাকতে এসেছি ? এমনি কেউ আসে না ?"

"সে তো ঠিক । নিশ্চয় আসে । তো নাম কী ?"

"নামটাম নেই ।"

"নাম নেই । বলো কী হে ? নাম থাকে না, এমন কেউ হয় নাকি ? ছেলেমেয়ে জন্মালেই তো তার একটা করে অন্তত নাম হয় । হয় না ? কারও-কারও তো দু-চারটেও হয় । পোশাকি নাম । আটপৌরে নাম । ডাকার সুবিধেয় ছোট্ট নাম ।"

ছেলেটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "ডাকতে কে সেধেছে ?"

"আরেব্বাস ! এ যে একদম মিলিটারি । তো এটি কিন্তু ঠিক ম্যানার্সের মধ্যে পড়ছে না । নাম জিজ্ঞেস করলে বলতেই হয় । সেটাই নিয়ম ।"

"ঠিক আছে । নাম টম ।"

"টম !"

"কেন ? টম নাম হয় না ?"

"আহা, হবে না কেন ? হওয়ালেই হয় । তা বাড়ি কোথায় ?"

"কেন ? আমার বাড়িতে আপনার দরকার ? এখন হয় তো আবার পুলিশের মতন জেরা শুরু করবেন, বাড়িতে কে আছে ? এখানে কী করতে এসেছি ? আমি চললাম ।"

"আহাহা, চলে যাবে কেন ? ওসব না হয় জিজ্ঞেস করব না । বাড়ির মধ্যে এসে বোসো । বাড়ির বাইরে থেকে ফিরে যাবে, তা কি হয় ? কিছু খাও আমার সঙ্গে ।"

"খাব ? আপনার সঙ্গে ? কেন ? কী জন্য ?"

ছেলেটার ভুরু কুঁচকে ওঠে ।

"কী জন্য আবার । ছোট ছেলেটেলে বেড়াতে এলে, কিছু খেতে দেওয়া নিয়ম নয় ? তোমাদের বাড়িতে এ-নিয়ম নেই ?"

চৌধুরীসাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ।

ছেলেটাও সোজা নয়। চট করে বলে ওঠে, "কেন থাকবে না? তো আমি কী আপনার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি?"

"বেশ তো, তা না-হয় না এলে। আমার বাপু তোমায় বেশ ভাল লাগছে, মাই বয়। এসো, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করা যাক।"

ছেলেটার মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার নিভে যায়। ভুরু কুঁচকে বলে, "আমাকে আপনার ভাল লাগছে কেন? আমি তো একটা ধুলোকাদামাখা রাস্তার ছেলে।"

"বাঃ। ভাল লাগবার কী কিছু কারণ থাকে? এমনিই হঠাৎ ভাল লেগে যায়। ধুলোর হাত ধুয়ে নিয়ে বসে পড়ো এসে। তো রাস্তায় হঠাৎ ষাঁড়ে কি গোরু-টোরুতে তাড়া করেছিল না কি?"

ছেলেটা চোখ পাকিয়ে বলে, "কেন? ষাঁড়ে তাড়া করতে আসবে কেন? আমি কি লাল জামা পরে বেড়াচ্ছি? ষাঁড়েরা লাল দেখলে তেড়ে আসে।"

"ও বাবা তুমি এইটুকু ছেলে, জানো এসব? আমি ভাবলাম গায়ে-হাতে-মুখে এত কাদার ছোপ, চুলে ধুলো, হয়তো হঠাৎ কোথাও খানাখন্দে পড়ে গিয়ে...জামাটামা ছিঁড়ে..."

ছেলেটা গম্ভীরভাবে বলে, "গরিবদের এইরকমই হয়। খুব গরিব তো।"

তারপর একটু ঢোক গিলে বলে, "গরিবদের তো এইরকম ছেঁড়াখোঁড়া জামাটামাই হয়। আমি চলে যাচ্ছি।"

"কী মুশকিল! বললাম একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।"

"নিজের লোকদের নিয়ে করুন গে না।"

"আহা, নিজের লোক কোথায়?"

ছেলেটা চমকে উঠে বলে, "কেউ নেই আপনার? ছেলেমেয়ে?

চৌধুরীসাহেবও একটু ঢোক গিলে বলেন, "আছে। তো তারা সেই অনেক দূরে। আমেরিকায়, জাপানে। এখানে শুধু আমি আর আমার বুড়ি।"

ছেলেটা আরও চোখ কুঁচকে বলে, "বুড়ি মানে? ওই যে শাক নিয়ে আসছিল?"

"শাক নিয়ে? হা-হা-হা! ও তো গোবরার মাসি। হা-হা-হা। বুড়ি মানে আমার বউ, বুড়োর বউ বুড়ি।"

"ধ্যাত, আপনি মোটেই বুড়ো নন।"

"বলছ?"

"বলছি তো। বুড়োরা তো সারাক্ষণ রাগ করে, বকবক করে আর মেজাজ দেখায়। আপনি করেন এসব?"

"না না। ওসব আমার ভাল লাগে না।"

"তা হলে আপনি বুড়ো নন।"

"অলরাইট! চলো। এবার আমার খাওয়া দেখবে। সে যা খাব না? তুমি সাতদিনেও খেতে পারবে না! এই বটুক, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? গাড়িটা ধোওয়া শেষ হয়েছে?"

ছেলেটা প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "হবে কোথা থেকে? ফাঁকিবাজের রাজা যে। তখন থেকে গাড়িটাকে ভিজিয়ে ফেলে রেখেছে।"

"নে নে, চটপট কাজ সেরে নে। গোবরা বাড়ির মধ্যে গিয়ে বলগে যা, দু'জনের মতো ব্রেকফাস্ট দিতে। ওহে, তুমি, আচ্ছা, তোমার নামটা যেন কী বললে? টম। তাই না? হ্যাঁ, টম। তুমি কড়া টোস্ট ভালবাস, না নরম?"

ছেলেটা একটু তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "গরিবরা তো ব্রেকফাস্টে বাসী রুটি আর গুড় খায়। আর ছেঁড়া জামা পরে।"

বারাসত থানার ও· সি· ফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে বলেন, "না সার, ওরকম কোনও খবর আসেনি। কত বয়েস বললেন? বছর সাতেকের মতো? নাঃ। তেমন কোনও... তা ছাড়া যা ডেসক্রিপশন দিলেন। না না। যাই হোক, আপনার কাছে আটকে রেখেছেন তো? আর-একটু রাখুন ভুলিয়ে-ভালিয়ে। মনে হচ্ছে এ-এরিয়ার নয়। দূর থেকে এসে পড়েছে। কী যে হয়েছে সার আজকাল। হরবখত এই চলছে। আমার তো ধারণা, বেশির ভাগ ছেলেপিলেই টিভিতে ছবি তোলাবার জন্য...আচ্ছা। ছাড়ছি। ছেলেটাকে ছাড়বেন না। দেখুন। সন্ধেবেলায় টিভির খবরের সময় এরকম কোনও ছেলের জন্য..."

ছেলেটাকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বাথরুমে পাঠিয়ে চৌধুরীসাহেব থানায় টেলিফোন-পর্বটি সেরে নেন।

ইত্যবসরে চৌধুরীগিন্নি তাঁর পুজোপাঠ সেরে খাবার ঘরে এসে বসে খাবার গোছাতে লেগে গেছেন।

টম বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুতে ধুতে আয়নায় নিজেকে দেখে ফেলে হি-হি করে হেসে ওঠে। আরে টম-মাস্টার! তুই কীরকম দেখতে হয়ে গেচিস রে? কার সাধ্যি চিনতে পারে? কিন্তু আমার তো এই হল। আর তার এখন কী অবস্থা! উঃ। রাত্তিরে মশা কামড়ে কামড়ে গা একদম ফুলিয়ে দিয়েছে। আঃ জল লাগিয়ে বেশ আরাম হচ্ছে।

চৌধুরীগিন্নী মনোরমা গলার স্বর নামিয়ে কর্তাকে বলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। কোনও ভাল ঘরের ছেলে। কীভাবে বেরিয়ে পড়ে, হারিয়ে গিয়ে..."

চৌধুরী ফোনের ব্যাপার সেরে এসে টেবিলের ধারে বসেছেন। তিনি গলার স্বর আরও মৃদু করে বলেন, "হারিয়ে গিয়ে নয়। ইচ্ছে করে হারিয়ে। শুনলে তো কী বটুকের কাছে? কী চোটপাট। ভয়ভাবনার লেশ নেই। তখন কীভাবে ওর বাড়ির ঠিকানাটা বার করা যায়! মহা ধুরন্ধর ছেলে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। ...রীতিমত ভাল ঘরের বলেই মনে হচ্ছে। দেখলে না বাথরুমে ঢুকে বাথটব শাওয়ার বেসিন কোনও কিছু দেখেই অজানা বলে থতমত খেল না। আমি একবার বলেছিলাম ইচ্ছে হলে, চানও সেরে নিতে পারো। তো বলল, কী জ্বালা, আহা, আমি যেন আর-এক সেট জামা-প্যান্ট নিয়ে ঘুরছি।"

বাথরুমের দিক থেকে চলে এল টম একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে। সাজানো টেবিলের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল। উদার গলায় বলে উঠল, "বাড়িতে বুঝি বাসী রুটি নেই? থাক গে, টোস্টও চলতে পারে। কড়া টোস্টই তো বেস্ট।"

"ঠিক তোমার মতন বয়েসের একটি নাতি আছে আমার।" মিষ্টির প্লেটটি টমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন মনোরমা।

বলতে যা দেরি। ছিটকে উঠল টম।

"ঠিক আমার মতন বয়সের মানে? আপনি আমার বয়েস জানেন বুঝি?"

"আহা আন্দাজ তো থাকে একটা। নিশ্চয় তোমার বয়েস সাড়ে ছয়-সাত।"

"কারেক্ট।"

মধুর হাসি হাসে টম, "সাতদিন আগে সাত হয়েছি। কই আপনার নাতি?"

মনোরমা দুঃখের গলায় বলেন, "সে কী আর এখানে থাকে বাবা? মা-বাপের সঙ্গে সেই বিলেত-আমেরিকায় থাকে।"

"আহা কী বুদ্ধি! বিলেত আর আমেরিকা এক হল?"

"ওই হল আর কী? এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়ে উড়ে চলে

যাওয়া তো। আমি তাকেই বলি বিলেত-আমেরিকা।"

"ভুল-ভুল কথা বলতেই ভালবাসে বুড়োলোকেরা। চিরকাল দেখছি। এ কী, এত মিষ্টি-ফিস্টি দিচ্ছেন কেন আমায় ? সাতজন্মে মিষ্টি খাই না আমি।"

চিরকাল। সাতজন্ম। যেন কতই বয়েসের মানুষ।

সাতদিন আগে সাত বছরের হওয়ার হিসেব হয়ে গেছে।

চৌধুরীসাহেব অতি নিবিষ্টভাবে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এখন বলে উঠলেন, "তা হলে গুড়-রুটি খাওয়া চলে কী করে ? গুড় মিষ্টি নয় ?"

"আমি খাই বলেছি ?" টমের তীক্ষ্ণ উত্তর, "শুধু তো বলেছি, গরিবদের ওটাই ব্রেকফাস্ট।"

যুক্তিসম্মত আর আইনসম্মত উত্তর। তাই চৌধুরীসাহেবকে মেনে নিতে হয়, "হ্যাঁ। হ্যাঁ তা ঠিক। তা হলে আর দুটো টোস্টই খাও।"

"ইস, আমার পেটটা ফেটে যাক এই চান বুঝি ?"

মনোরমা হেসে উঠলেন। বললেন, "তার বদলে একটু কর্নফ্লেক্স চলতে পারে, কেমন ?"

এঁরা যেন চেষ্টা করে চলছেন, এই রাস্তার ছেলেটা ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর-টুত্তুর কি না সেটা আবিষ্কার করতে। খাওয়ার ধরন আর অভ্যাস দেখলে তো অনেকটাই বোঝা যায় এ কোন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত হচ্ছেন ভাল ঘরই। এর পরের উত্তরও সেই ধারণার অনুকূলই হল। টম সতেজে বলল, "ও আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

আর তার পরক্ষণেই বলে উঠল, "এ-বাড়িতে ভূত আছে ?"

"ভূত!"

"আহা! ন্যাকা অবতার! যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সাতজন্মে ভূত কথাটা শোনেনইনি।"

"আহা তা শুনব না কেন ? ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুনে-শুনেই তো মানুষ হয়েছি।"

"অ্যাঁ, কে গল্প বলত ?"

"এই আমার ঠাকুমা আর-এক পিসিমা।"

"সব ছোটছেলেদেরই বেশ ঠাকুমা-পিসিমা এই সব ভাল-ভাল জিনিস থাকে।"

"তোমার নেই বুঝি ?"

"আমার কথা হচ্ছে কেন ? ভুলিয়ে-ভুলিয়ে আমার সব কথা জেনে নেবার মতলব, না! ভারী চালাক।"

"আরে হঠাৎ ভূতের কথা বললে, তাই ভাবছিলাম⋯"

টম খুব বিজ্ঞভাবে বলে, "এই রকম পুরনো-পুরনো মস্ত-মস্ত বাড়িতেই ভূত থাকে।"

গোরা বলল, "ব্যাপারটা কী হল বলো তো বটুকদা ? পাজিটাকে নিয়ে কর্তা-গিন্নি নাতির আদর করতে বসলেন কেন ?"

বটুক দু' হাত উলটে বলল, "ভগবান জানেন। বড়মানুষের মর্জি। আমরা এই দু-দুটো বছর প্রাণ দিয়ে খাটছি, তবু জন্মে কোনওদিন আমাদেরকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে খাইয়েছেন ?"

এরাও ব্রেকফাস্টে বসেছে এখন।

গোবরার মাসি রান্নাঘরে গিয়ে-গিয়ে রাঁধুনি বংশীলালের কাছ থেকে এনে-এনে সাপ্লাই দিচ্ছে গরম-গরম পরোটা আর আলু-চচ্চড়ি। তার সঙ্গে জিলিপি।

খাওয়া-দাওয়া এ-বাড়িতে খুব উত্তম। বেশ আনন্দেই থাকে এরা। গোবরার মাসি রান্নাঘরের হেল্পার, কাজেই ভাল-মন্দটা একটু বেশিই জোটে। কিন্তু আজ ওই একটা হতচ্ছাড়া রাস্তার ছেলেকে নিয়ে কর্তা-গিন্নির নাতির আদরতুল্য আদর দেখে হিংসেয় প্রাণ জ্ব গেল এদের।

গোবরার মাসিরও তাই।

সে মনে-মনে বলল, 'কেন, আমার গোবরাই কী কালো কুচ্ছিৎ কই, তাকে তো এমন আদর দেখি না।' ডাক দিয়ে বলল, "কই গ বংশীঠাকুর, আর দু'খানা পরোটা হবে ? আমি আর বাতের পা নি হাঁটতে পারছি না।"

বংশী বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, "কী বাবা বটুকহরি। তোম দু'জনায় তো সব পরোটা সেঁটে দিলে দেখছি। আরও চাই ? তা হ মাসিকে বলো আরও ময়দা মাখতে।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর দরকার নেই।"

বটুক বলে, "মাসি, আর দু'খানা জিলিপি বরং দাও। তো হা ঠাকুরমশাই, কর্তা-গিন্নি ওই রাস্তার পাজিটাকে খাবার টেবিলে বসি খাওয়াচ্ছেন কেন বলো তো ?"

বংশী হাতের খুন্তিটা উঁচিয়ে বলে, "বসিয়েছে তো বসিয়েছে। তাতে তোরই বা কী ? আমারই বা কী ? অ্যাঁ ? খাচ্ছিস খা। মনিব নিয়ে কথা কিসের ?"

"বাবাঃ। বংশীদা যেন একটা মিলিটারি।"

"না না। আমি ওসব পসন্দ করি না। এমন মনিব আর পাবি ?"

"তা ঠিক। এমন মনিব দুর্লভ। তবু কোথাকার একটা ছেলে হঠাৎ 'পুজ্যি' হবে এটা কী করে সহ্য হয় ?"

চৌধুরীসাহেব বললেন, "আরে, তুমি যে দেখছি যাবার জন্য একপায়ে খাড়া ! তো এই মস্ত পুরনো বাড়িটা একটু ঘুরেফিরে দেখে যাও, ভূত-টুত আছে কি না ?"

টমের অবশ্য কথাটা শুনে মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখাল। কারণ এই

পুরনো ফ্যাশানের বৃহৎ তিনতলা বাড়িটাকে দেখে পর্যন্তই ওর মনে হচ্ছিল, এই রকম বাড়িতেই ভূত থাকে। তবু টমের ভুরু কুঁচকে গেল।

"আপনার মতলবটা কী বলুন তো ? আমায় গুম করে আটকে ফেলতে চান, না কি ?"

মাত্র সাতদিন আগে সাত বছরে পড়া এই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হন চৌধুরীসাহেব। এই বয়সে এত কথা শিখল কী করে ছেলেটা ? বললেন, "তোমায় আটকে ফেলে আমার লাভ ?"

ছেলেটা অম্লান মুখে হি-হি করে হেসে বলে, "তা কী জানি। হয়তো ভাবছেন ধরে লুকিয়ে রেখে অনেক অনেক টাকা মুক্তিপণ আদায় করবেন।"

"কী পণ ?"

চমকে ওঠেন চৌধুরীসাহেব। এ কী ছেলে রে বাবা!

ছেলেটি ততক্ষণে আরও হি-হি করে বলে, "কী বুদ্ধু লোক ভাগ্যে জুটেছে রে বাবা। মুক্তিপণ জানেন না ? আমায় আটকে রেখে আমার বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন, এত-এত টাকা চাই। না হলে ছেলে ফেরত পাবেন না। হি-হি, সে আশায় ছাই দিন।"

চৌধুরী হতাশা গলায় বলেন, "তুমি এইটুকু ছেলে, এত কথা শিখলে কোথা থেকে বলো তো ?"

"এতটুকু মানে ? বললাম না সাতদিন আগে সাত বছরে পড়েছি।"

"ও ! তা হলে তো মস্তবড়। তা তোমার যখন আমায় এত সন্দেহ, তখন আর বাড়ি দেখে কাজ নেই।"

সঙ্গে-সঙ্গে টমের মত বদলায়, "ঠিক আছে, সন্দেহ করব না। এইরকম সব হয় কিনা। দেখি বাড়িটা।....আরে সিঁড়িটা কী চওড়া।...সিঁড়ির ঘরে বুঝি যত রাজ্যের আজেবাজে জিনিস থাকে ? ভূতেদের পক্ষে এইরকম ঘরই বেস্ট।"

ভূত সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল বলেই মনে হচ্ছে টমকে।

দোতলায় উঠে আসেন চৌধুরীসাহেব। আর সামনের হলে ঢুকেই টম দিশেহারা গলায় বলে ওঠে, "আরেব্বাস ! কত বই ? এটা বুঝি আপনার লাইব্রেরি ঘর ? কী কাণ্ড। এত এত ছোটদের বই কেন ? আপনি কী ছোট ছেলে ?"

"ও আমার নাতির জন্য কিনে কিনে রাখি।"

"ও। সেই বিলেত-আমেরিকার নাতি ? সে এসে এই সব বই পড়বে ? এই 'রক্তচোষা ড্রাকুলা', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'মাঝরাত্রে ভয়ানক'–হি-হি। পড়তেই পারবে না।"

চৌধুরী অবাক হয়ে বলেন, "পড়তেই পারবে না ? কেন ? একথা কে বলল তোমায় ?"

"কে আবার বলবে। আমি নিজে নিজেই সব জেনে যাই। ভুটানি-পিসির নাতিটা তো দশ-বারো বছরের। এক লাইনও পড়তে পারে না।"

"বলো কী ? কোথায় থাকে তারা ? জঙ্গলে না কি ?"

"জঙ্গলে কেন, আপনার আমেরিকায়। খালি ইংরিজি বলে। ভুটানি-পিসি বলে, নাতি এলে আর আমার কী লাভ ? একটা কথাও কইতে পাই না তার সঙ্গে। আপনাদের নাতি, হি-হি, তাই...আরেব্বাস। এ বইটা কে লিখেছে ? 'ভরদুপুরে ভূতের ঠ্যালা'। একটু দেখব ?"

চৌধুরীসাহেব এই জ্ঞানবৃদ্ধ শিশুর ব্যাপারে ক্ষণে-ক্ষণেই তাজ্জব বনে যাচ্ছেন। তবে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, রীতিমত বিশিষ্ট ঘরেরই ছেলে। কিন্তু ইতিহাসটা কী ? কেউ কি চুরি করে নিয়ে এসেছিল ? তারপর তার কবল থেকে পালিয়ে এসেছে ? কিন্তু তা হলে বাড়ির ঠিকানা, নাম-পরিচয় দিতে নারাজ কেন ? আর সাজটাই-বা এ-হেন কেন।

তা এসব তো মনের মধ্যেকার কথা। মুখে মহা উৎসাহে বলে ওঠেন, "নিশ্চয়। নিশ্চয়। শুধু দেখবে কেন ? পড়ো না। আলমারির চাবি তো খোলাই রয়েছে। তোমার যেটা ইচ্ছে পড়ো।"

অনুমতি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সেই 'আরেব্বাস' বইটি টমের হাতে চলে এসেছে এবং স্থান-কাল-অবস্থা সব ভুলে টম তার মধ্যে ডুবে গেছে।

এই ফাঁকে কি চৌধুরীসাহেব একবার থানায় ঘুরে আসবেন ? অবশ্য মনোরমাকে আর কাজের লোকগুলোকে বলে যাবেন, যেন ছেলেটা না পালায়।

নীচে নেমে এসে বললেন, "গোবরা, বটুক কই রে ? বল, গাড়িটা বার করতে।"

গোবরা মাথা চুলকে বলে, "বটুকদা নাই কর্তাবাবু। সে এখন মাথায় হাত চাপড়ে রাস্তায় ঘুরতে গেছে। আমিও গেছলাম। তো মাসি ডাকল, তাই..."

চৌধুরীসাহেব অবাক হয়ে বললেন, "হঠাৎ মাথায় হাত চাপড়াবার কী হল ?"

"আজ্ঞে, সে আপনারে বলতে পারছিনে। বড় ভয়ানক কাণ্ড।"

"থাম ! পাগলামি করতে হবে না। হয়েছেটা কী ?"

"আজ্ঞে, গাড়িটা..."

"গাড়িটা ? গাড়িটা মানে ?"

"আজ্ঞে, গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে।"

"থাপ্পড় খাবি গোবরা। গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে মানে ?"

"মানে তো ওই একটাই কর্তাবাবু। গাড়িটাকে ধোয়াধুয়ির পর, ওই পাজি ছেলেটাকে নিয়ে বচসা করতে করতে দেরি হয়ে গেছল তো ? তো বটুকদা বলল, কর্তাবাবু তো একটু পরেই বেরোবেন, গাড়িটাকে আর তুলে কাজ নাই। তো আমরা ইয়ে, ভেতরে গেছি জলখাবার খেতে। ইয়ে, তারপর বেরিয়ে দ্যাখে, গাড়ি নাই।"

"গাড়ি নাই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু। গাড়ির জায়গাটা খাঁ খাঁ করতেছে। তাই দেখে বটুকদা মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে..."

চৌধুরীসাহেব চেঁচিয়ে উঠে বলেন, "তা খবরটা আমায় না জানিয়ে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে গেলেন কোথায় বাবু ?"

"আজ্ঞে, ভাবল, যদি কোনও বদলোক ইদিক-উদিক টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে।"

"রাবিশ। গাড়িটাকে এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে যাবে ? বেড়ালে ইলিশ মাছটা টেনে নিয়ে যাবার মতো ? উঃ। একদিনেই কী যত ঝামেলা। ওই ছেলেটা কোথা থেকে এল। আবার..."

গোবরা হঠাৎ বীরস্বরে বলে ওঠে, "ছেলেটা তো নিজেই বিদেয় হয়ে যেতে চাইছিল কর্তাবাবু। আপনিই তাকে পুষ্যিপুত্তুরের মতন আদর করে..."

"থাম। তুই আর বটুক দুটোই হয়েছিস সমান। দেখি বাবু কোথায় কী করে বেড়াচ্ছেন।"

বলে গেটের দিকে এগোতে যেতেই মনোরমা ঘর থেকে বলে উঠলেন, "গোবরা, বাবুকে বল, ফোন।"

ফিরে এসে ফোন ধরতে হল।

ধরে ? ধরে কী শুনলেন ? নিজের কানকে কী বিশ্বাস করতে পারছেন ?

"থানা থেকে বলছি সার। চক্রবর্তী। বলছি—সকালে

যে-ছেলেটার কথা বলছিলেন, সেটাকে বোধহয় আটকে রাখতে পারেননি ? মহা বজ্জাত ছেলে সার। ওইটুকুন ছেলে কিনা···"

"কী যা-তা বলছেন চক্রবর্তী ? ছেলেটা তো আমার ঘরে বসে।"

"তাই না কি ? তা হলে ?" চক্রবর্তী বলল, "কিন্তু, মানে আপনি যা ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি একটা ছেলে সার নিজে গাড়ি চালিয়ে···"

"নিজে গাড়ি চালিয়ে···"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি সার। ওই পুঁচকে ছেলেটা কিনা দিব্যি গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় যাচ্ছিল। তা হঠাৎ আমাদের রামদিনের চোখে পড়ায় সে গিয়ে চেঁচামেচি করে বলেছে গাড়ি থামা। দেখি তোর লাইসেন্স আছে কি না। তাই শুনে জোরে স্পিড দিয়ে ভোঁ-কাট্টা। রামদিন বলছিল গাড়ির নম্বরটা নিয়ে নিয়েছিল। সেটা নাকি সার···"

"হ্যাঁ আমার।"

চৌধুরীসাহেব এতক্ষণে একটি কথা বলেন। "আমারই গাড়ি। হঠাৎ বাড়ির সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। তবে আসামি অন্য। সে ছেলেটা তো বছর সাতেকের।"

"আজ্ঞে রামদিন যা বলল···"

"রাখুন আপনার রামদিন। সক্কালবেলাই বোধ হয় মাত্রা চড়িয়েছে। সে ছেলে আমার ঘরে বসে গল্পের বই পড়ছে। ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। তো আপনার রামদিনের সামনে দিয়েই একটা পুঁচকে ছেলে গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া হয়ে গেল ?"

"তাই তো বলল সার !"

চৌধুরীসাহেব একদা পুলিশ বিভাগেরই একজন হর্তাকর্তা ছিলেন। অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক। তবে থানা মহলে এখনও সারই আছেন। জোরের সঙ্গেই কথা বলেন। বললেন, "বলেছে নেশার ঝোঁকে। কিন্তু এই বারাসতের মতো ছোট জায়গায় এক্ষুনি কোথায় হাওয়া হয়ে যাবে ?"

চক্রবর্তী একটু হাসলেন, "বারাসতটা তো আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা নেই সার ? হাইওয়ে ধরে 'হুশ্' করে বেরিয়ে গেলে কে কী করবে ?"

"আশ্চর্য !" চৌধুরীসাহেব রাগের গলায় বলেন, "এদিকে বলছেন তো একটা বাচ্চা ছেলে···"

"বাচ্চা ! এ-যুগে বাচ্চারা কী আর বাচ্চা সার ? স্রেফ বিচ্ছু ! কেন ? কাগজে পড়েননি ? 'ওদেশে' একটা পাঁচ বছরের ছেলে গাড়ি চালিয়ে···"

"সে হচ্ছে ওদেশের কথা চক্রবর্তী !"

চক্রবর্তী হতাশভাবে বলেন, "ওদেশ-এদেশের তফাত ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে সার, বাদে টাকাকড়ির-টড়ির অবস্থায়। আর খেলাটেলায় সোনা জেতায়···"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনার রামদিন যে গাড়ির নম্বরটা নিয়েছিল, এতেই তাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে চৌধুরীসাহেব হঠাৎ যেন কেমন কন্টকিত হলেন। ছেলেটা দোতলাতেই আছে তো ? না কী···

তারপর মনে-মনে হাসলেন। না থাকলেও ইতিমধ্যে তাঁর গাড়িখানাকে হাতিয়ে চলে যেতে পারে না অবশ্যই। সময়ের অঙ্কে মিলবে না।

তবু আস্তে-আস্তে আবার দোতলায় উঠে এলেন। আর সিঁড়ির মুখ থেকেই একটা খিলখিল হাসি শুনতে পেলেন। হাসছে কে ? সেই ছেলেটাই মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কে আবার ওর কাছে এসে হাজির হয়েছে।

তাড়াতাড়ি এসে দ্যাখেন হরেকেষ্ট। আর কেউ নেই, ছেলেটা একাই হাসছে খিলখিলিয়ে। হাতে বইটা ধরা। তার মানে বইয়ের মধ্যেই হাসির খোরাক রয়েছে।

পিঠটা দেখা যাচ্ছে। ফালাফালা গেঞ্জিটার মধ্যে দিয়ে পিঠের রংটা দেখা যাচ্ছে। যেন ছেঁড়া মেঘের মাঝখান থেকে চাঁদের আলো। কাছে এসে বললেন, "খুব হাসির বই বুঝি ?"

"ভীষণ !"

"ভূতের গল্প তো ভয়ের হবার কথা হে।"

"ভূত ? আসলে তো ভূত না কচুপোড়া ! স্রেফ চালাকি ! ভূতের ওঝা আর তার ভাগ্নেতে মিলে ষড়যন্ত্র ! ভাগ্নে ভূত সেজে লোকের বাড়িতে যতসব উপদ্রব করে, আর মামা গিয়ে মন্তর পড়ে বাড়ির ভূত ছাড়ায়। তো একদিন ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়ে ভূতবাবাজির যা না অবস্থা ! হি-হি-হি। পিটনচণ্ডীর চোটে হি-হি, সব বলে ফেলে—মামাকেও তখন লোকে হি-হি-হি-হি। ···যেমন না চোরেদের সঙ্গে পুলিশের ষড়যন্ত্র থাকে, হি-হি···"

চৌধুরীসাহেব চমকে উঠে বলেন, "চোরেদের সঙ্গে পুলিশের ষড়যন্ত্র থাকে ?"

"থাকে না ? জানেন না নাকি ? পৃথিবীসুদ্ধু সবাই তো জানে !"

চৌধুরীসাহেব সোফায় বসে পড়ে বলেন, "তোমার বয়েসটা সাত, না সত্তর বলো তো ?"

"সত্তর ? এ মা ! কী অদ্ভুত কথাই যে বলেন আপনি !"

"অদ্ভুত কথা আমি বলি না তুমি বলো, তাই ভাবছি। এই বয়েসে তুমি পৃথিবীর সব খবর জেনে ফেলেছ কী করে ? অ্যাঁ ?"

"টম অবজ্ঞাভরে বলে, "এসব জানতে আবার কষ্ট আছে নাকি ? এমনিই তো শেখা হয়ে যায়।"

চৌধুরীসাহেব হঠাৎ বলে ওঠেন, "তা তুমি যে স্কুলে পড়তে, সেখানে···"

টম ছিটকে ওঠে, "কে বলেছে আমি স্কুলে পড়তাম ? রাস্তার ছেলেরা স্কুলে পড়ে ? আপনি না—খুব ইয়ে লোক। চালাকি করে জেনে নেবার···আমি চলে যাচ্ছি।"

"কী মুশকিল। রেগে যাচ্ছ কেন ? এতসব বইটই পড়তে পারো, ভাবলাম হয়তো স্কুলে পড়েছ। চলে যাচ্ছ যে ? বইটা শেষ করো।"

"ঠিক আছে। শেষ করেই চলে যাব।"

চৌধুরী উদাস গলায় বলেন, "তা তো যাবেই। আমি তো আর তোমায় আটকে রাখব না ? তবে এখন আমার মনটা খারাপ—তাই বলছিলাম···"

"মনখারাপ ? কেন ?"

"কেন জানো ? আমার গাড়িটা হঠাৎ লোপাট হয়ে গেছে।"

"লোপাট ? মানে চুরি ?"

"তা ছাড়া আর কী ?"

"কোন গাড়িটা ? সকালের সেইটা ?"

"তাই তো। আমার তো সবেধন নীলমণি ওই একটাই গাড়ি। যেখানে ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ হাওয়া। তো এইমাত্র থানা থেকে খবর দিল রাস্তায় নাকি ঠিক তোমার মতো একটি ছেলেকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখে গাড়ি আটকে লাইসেন্স আছে কি না জানতে চাইতেই···"

টম ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে, "ঠিক আমার মতন ছেলে মানে ? থানার লোক আমায় দেখেছে ?"

চৌধুরীসাহেব প্রমাদ গনেন। নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন। তাড়াতাড়ি সামলালেন, "না, মানে ওরা কি আর তোমার মতো বলেছে ? তবে যা বর্ণনা দিল···তাতেই ! মানে ওরা বলল, বছর

সাত-আট মতো বয়েসের ছেলে, পিঠ-ছেঁড়া গেঞ্জি আর পায়া-ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট পরা। গায়ে ধুলো-বালি-কাদার ছাপ। তাই বললাম, তোমার মতো। তো মনে হচ্ছে ভুল দেখেছে, অতটুকু ছেলে কি আর গাড়ি চালাতে পারে?"

"কেন পারবে না? খুব পারে। গাড়ি চালানো আবার কি শক্ত?"

"তা হলেই তো মুশকিল। মনে হচ্ছে আমার ওই গাড়িটাই..."

"পুলিশে ধরেছে ছেলেটাকে?"

"ধরবে কী, লাইসেন্স দেখতে চাইতেই তো ভোঁ-দৌড়।"

টম হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "কী মজা! কী মজা! দুয়ো। দুয়ো!"

চৌধুরী তীক্ষ্ণ চোখে তাকান।

"আরে! কী ব্যাপার? আমার গাড়িটা চুরি হয়ে গেল, আর তুমি বলছ কী মজা!"

টমও চট করে নিজেকে সামলে নেয়। ফের চেয়ারে বসে পড়ে বলে,"গাড়িটার জন্য তো বলিনি। পুলিশ হেরে গেল সেটাই মজা! ধরতে পারলেই তো ছেলেটাকে পিটনচণ্ডী দিয়ে শেষ করে ফেলত। ছোট ছেলেটা মার খেলে আপনার ভাল লাগত? গাড়ি হারালে তো আবার কেনা যায়, আর ছেলেটা মরে গেলে?"

তারপরেই বইটা ফের হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "আমি এখন আরও বই পড়ব।"

মুখে-চোখে যেন বেশ একটু নিশ্চিন্ততার ভাব।

ছেলেটাকে কী ভাবে অন্তত সন্ধে পর্যন্ত আটকে রাখা যায় এই ভেবেই অস্থির হচ্ছিলেন চৌধুরী, হঠাৎ আবার চাঁদের ওপর চুড়ো, এই গাড়ি হারানো! নিজে যে বেরিয়ে পড়বেন, তাই বা কিসে চেপে? ট্যাক্সিতে? ...বেরিয়ে পড়লে যদি ছেলেটা পালায়? মস্ত একটা দায়িত্ব বোধ করছেন চৌধুরীসাহেব।

হঠাৎ যদি দূরদর্শনের পরদায় ছেলেটার ছবি ভেসে ওঠে নিরুদ্দেশের তালিকায়? আর দ্যাখেন, ছেলেটা ক' ঘণ্টা আগেও তাঁর বাড়িতে ছিল। তা হলে? নিজেকে ক্ষমা করতে পারা যাবে? বাড়ি থেকে নড়া চলবে না আপাতত। অতএব ফোনের সামনেই আসন গ্রহণ!

"কী হল চক্রবর্তী? কোনও হদিস পেলেন? কী বলছেন? চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন? একজন খবর দিয়েছে কোনওখানের একটা খাবারের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একগাদা খাবার কিনে গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার সটকেছে? ...আশ্চর্য! বলছেন একটা বাচ্চা ছেলে! যতই 'বাচ্চা' আর 'বিচ্ছু' হোক, গাড়ি চালানোর দৌড়টা কতই হবে? ...কী বলছেন? আরও এক জায়গায় নাকি পুলিশে আটকেছিল লাইসেন্স দেখতে চেয়ে? এমন জোরে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, ধরতে পারা গেল না? ...আমার মনে হচ্ছে আপনাদের দেখার ভুল। হয়তো কোনও বেঁটেখাটো লোক...কী বলছেন? ছোট ছেলেই? রং ফর্সা? মুখ সুশ্রী? ...কোঁকড়া চুল? একদম বছর সাতেকের মতো ছেলে! তাজ্জব! দেখুন, গরিবের গাড়িটা যদি কোনও ভাবে উদ্ধার করতে পারেন? নম্বরটা পেয়ে গেছেন যখন? ...কী বলছেন? নিজেকে গরিব বলছি কেন? তা রিটায়ার্ড মানুষ গরিব ছাড়া আর কী? ওঃ। না। সে ঠিক আছে। গল্পের বইয়ে ডুবে গেছে। অনেক পড়েটড়ে মনে হচ্ছে। ইস, কোনও মতে যদি...কী বললেন? লালবাজারে ফোন করেছিলেন? দু-চার দিনের মধ্যে ঠিক ও-ধরনের কোনও ছেলের হারানোর খবর আসেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি। সবজান্তা ছেলে একখানি। হতেও পারে গাড়ি চোরও ওই বয়েসেরই। ঘর থেকে পালিয়ে আসা।"

তখনকার মতো ফোন রাখেন।

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমন একটা ছেলেকে হারিয়ে মা-বাপ উতলা হচ্ছেন না? চারিদিকে হুলিয়া করছেন না? মা-বাপ যদি নাও করেন, কেউ তো আছে? তাঁর দায়িত্ব নেই?

এদিকে উতলা হচ্ছেন মনোরমা। "ও ছেলে! অনেক তো বেলা হয়ে গেল। ভাত খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কর্তা তো 'গাড়ি-গাড়ি' করে...তো তুমি বাপু চানটা করে নাও!"

টমের হাতে এখন অন্য একটা বই। এবং কোলের ওপর বেশ খানকয়েক।

এখন মনোরমাকে ডাকতে আসতে দেখে চমকে বলে ওঠে, "আঃ। আমি কী এখানে থাকতে এসেছি? চান করব! ভাত খাব! মাথাখারাপ। এই বইটা শেষ করেই চলে যাব!"

"বাঃ। চলে যাবে? না খেয়ে?"

"আঃ। তখন তো কত খেলাম।"

"সে তো কোনকালে! এখন কটা বেজেছে জানো? পাক্কা দেড়টা। চলো চলো, চানটা করে নিয়ে..."

টম উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আঃ। একটু শান্তিতে বই পড়বারও উপায় নেই! চান করলে জামা ভিজে যাবে না?"

"আহা। আমি তোমার জন্য শুকনো জামা-প্যান্ট রেখেছি।"

টম ছটফটিয়ে ওঠে, "আমি ওই বাড়ির কর্তার মস্ত শার্ট-প্যান্ট পরব?"

মনোরমা হেসে ফেলেন, "তাই কখনও হয়? আমার নাতির কত জামা পড়ে রয়েছে..."

টম গম্ভীর ভাবে বলে, "পরের পুরনো জামা পরতে যাব কেন?"

"পুরনো কী গো? তাই কখনও পরতে বলি আমি? নতুন-নতুন সব জামা-টামা। প্লেনে ভারী হবে বলে নিয়ে যায়নি। চলো বাবা। কত খিদে পেয়ে গেছে!"

"কে বলেছে খিদে পেয়েছে?"

"কে আবার বলবে? মুখ দেখেই বোঝা যায়!"

টম অনমনীয় ভাবে বলে, "রাস্তার ছেলেরা তো না খেয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

"তা সে কাল থেকে বেড়িও। আজ আমার বাড়িতে তুমি অতিথি। জানো তো, অতিথি নারায়ণ?"

"নারায়ণ না হাতি! এসব বুড়োদের চালাকি। সব বুড়োদেরই দেখছি এক স্বভাব! সর্বদা ছোটদের ওপর সর্দারি ফলানো, আর জবরদস্তি করা। এর পর আবার নিশ্চয় একগাদা জিনিস দিয়ে কেবল 'খাও খাও' করতে বসবেন! ভাগ্যিস আপনার সেই নাতি..."

নাতি কী, সেটা আর শোনা হয় না মনোরমার। হঠাৎ নীচের তলায় দারুণ একটা শোরগোল ওঠে। ...একসঙ্গে সকলের গলা কানে আসে। ...গোবরা চেঁচাচ্ছে, গোবরার মাসি চেঁচাচ্ছে, বটুকহরি চেঁচাচ্ছে, বংশীলাল চেঁচাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে চৌধুরীসাহেবের গম্ভীর ভারী-ভারী জোরালো স্বরটাও শোনা যাচ্ছে।

কর্তাবাবুর সামনে এরা সবাই এমন লাগামছাড়া ভাবে চেঁচাচ্ছে মানে? ...বাড়িতে ডাকাত পড়ল? না কি হঠাৎ কোনওখানে আগুন লাগল? মনোরমা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। নির্ঘাত আগুন-টাগুনেরই ব্যাপার! কিন্তু হঠাৎ যেন কানে এসে গেল, 'ভূত ভূত। ভুতুড়ে কাণ্ড!'

টম একটু চঞ্চল হল।

একবার নেমে আসতে গেল। আবার অগ্রাহ্যভরে ঠোঁট উলটে চেয়ারে বসে পড়ে বইখানা হাতে তুলে নিল। কাজের লোক-টোকরা অমন একটু কিছু ফ্যানতাফ্যাচাং হলেই চেঁচায়! টমের খুব জানা। রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া একটা কুকুরছানাকে বাড়িতে নিয়ে এলেও এইভাবে সবাই মিলে চেঁচায়। যাকগে। বয়েই গেল। এখন এই 'গ্রহান্তর ফেরত মানুষ' বইটা শেষ না করে উঠে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

ওই মহিলা আবার খেতে বলছেন। উঃ। যেখানে যাও সব জায়গায় জ্বালাতন। ....অবশ্য খিদেটা পেয়ে গেছে বেশ। কিন্তু মনের আনন্দে খেতে বসে পড়াটা কী ঠিক হবে? যাকগে বইটা তো শেষ করে নিই! আর ক' পাতা আছে? তেরো পাতা। হয়ে যাবে। আবার তাড়া দিতে এলে তখন···।

ডুবে যায় গল্পের মধ্যে!

ওদিকে নীচের তলার আকস্মিক শোরগোল একটু থিতিয়েছে। তবে গোবরার মাসি সতেজে বলে চলেছে, "ভূত যদি না হয় তো ভগবান! কাজটা কী মনিষ্যির মতন দেখাচ্ছে? তোরাই বল? চোর-ডাকাতে না হয় হঠাৎ ফাঁক পেয়ে গাড়িখানা হুশ করে উড়িয়ে নিতে যেতে পারে। তো সে আবার ঘণ্টা দুই-তিন পরে ফের হুশ করে গেটের সামনে বোস করিয়ে রেখে যাবে? কেউ কখনও শুনেছে এমন কথা? ওই যে ওই সরকার-বাড়িতে···গিন্নির গয়নাগুলো চুরি গেল। আবার সেগুলো ফেরত দিয়ে গেল চোরব্যাটা? তবে? আর গাড়ি বলে জিনিস। এ কী ঘড়িটা-আংটিটা যে, টুক করে পকেটে ফেলে হাওয়া হয়ে গিয়ে আবার ভয়ে-ভয়ে ফেরত দিয়ে যাবে? এ কাজ ভূতের! নিয্যস ভূতের। আর নচেত ভগবানের।"

তা কাজটা ভূতেরই হোক আর ভগবানেরই হোক, চৌধুরীসাহেব ঘরে বসেই গাড়িখানা আবার পেয়ে গেলেন। ···পরীক্ষা করে দেখলেন তেলটা প্রায় তলায় ঠেকেছে। তা ঠেকুক। খানিকটা তেলের ওপর দিয়েই গেছে। গাড়িটা ঠিকঠাকই আছে।

যদিও বটুকহরি এখন রাগারাগি করছে, "এই ক' ঘণ্টা আগে সকালবেলা গাড়িখানারে অমন করে ধোওয়া-মোছা করলুম, আর এখন অবস্থা দ্যাখো! ধুলোয় ধুস। ভুতুড়ে কাণ্ড তো।"

কর্তা বললেন, "পাওয়া গেছে এই ঢের। আবার ধুলো বলে রাগারাগি। কাজটা যদি ভূতেরই হয়···তো বলতে হবে ভদ্র ভূত! দরকার মিটে যেতে ফেরত দিয়ে গেছে!"

'গ্রহান্তর ফেরত মানুষ'কে শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও টম কোলের ওপর গুছিয়ে রাখা বইগুলো আবার উলটে-পালটে দেখছিল। এই ক'টাই যা না-পড়া। আর সব বই-ই তো পড়া। তা ছাড়া ঘরের বাকি সবই তো বড়দের বই।

দরজার কাছে বংশীলাল এসে দাঁড়াল। বলে উঠল, "কই খোকাবাবু, আপনি খেতে নামছ না? গিন্নিমা তাড়া দিয়ে গেলেন। চলেন। চলেন।"

"যাচ্ছি। যাচ্ছি। তোমরা তখন শুধু-শুধু অত চেঁচামেচি করছিলে কেন?"

"আরেব্বাস! শুধু-শুধু? কর্তাবাবুর গাড়িটা যে ভূতটা উড়িয়ে হাপিস করে দিয়েছিল, সে আবার গাড়িটাকে ফিরত দিয়ে গেল। এটা কিছু না?"

টম চমকে উঠে বলে, "অ্যাঁ? ফেরত দিয়ে গেল? কখন?"

"ওই তো, তখন!"

"তোমরা তাকে ধরে ফেলে বেঁধে রেখেছ?"

বংশীলাল কপালে হাত ঠেকায়। "হায়! হায়! ভূতকে কে ধরতে যাবে? ও কী দেখা দিয়েছে? শুধু তো গাড়িটাকে কখন কোন সময় রেখে গেছে।"

"তাই? সত্যি?" টমের মুখে যেন আহ্লাদের আভা।

"ওই তো। গোবরা, বটুক আমি কত টাইম রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হাল্লাক হয়ে ফিরে এসে সবে বসেছি। আর মাসি এসে বলল, ওই তো গাড়ি! ···তো ভূতব্যাটা বেশ সেয়ানা আছে। গাড়িতে বসে-বসে মজাসে খাওয়া-দাওয়া করেছে।"

"ধ্যাত। কে বলল?"

"আরে বাবা! বলবে কে? গাড়ির গদিতে শিঙাড়া, কচুরি, জিলেবি, বোঁদের গুঁড়ো ছড়াছড়ি।"

টমের মুখে হাসির ঝিলিক। "গুড। তো চলো। আমায় কী খেতে দেবে দেখি।"

চক্রবর্তী এখন ডিউটিতে নেই।

অন্য একজন ফোন ধরল। "পেয়ে গেছেন? গুড নিউজ! তবে আমাদের লোকেরা কম হয়রান হয়ে খোঁজেনি সার। তাদের ব্যাড লাক। বামাল-সমেত চোরটাকে ধরতে পারলে মুখটা থাকত। ···যাকগে, পেয়েছেন এই ভাল। সাবধানে রাখবেন। ···ও না! লালবাজার থেকে কোনও খবর আসেনি। ছেলেটা বাইরের কোনও ভবঘুরের দলের হয়তো। ···আপনার তো মহা মুশকিল হল সার। তো আপনার দায়িত্বে রাখছেন কেন? থানায় জমা দিয়ে যান না? এখন নয়? ঠিক আছে। নমস্কার।"

ওদিকে বটুকহরি আর গোবরা আড়াল থেকে দাঁত কিড়মিড় করছে, "দেখছিস? দেখছিস ও ব্যাটা রাস্তার ভিখিরির ছানার আদর? সাবান মেখে চান করে নাতির ঝকমকে জামা-পেন্টুল পরে নাতিমানিক টেবিলে বসে আরামসে খেয়ে চলেছে। উঃ? একবার হাতে পেতাম তো···"

আর কিছু বলার আগে গোবরার মাসি হঠাৎ বাইরে থেকে ছুটে এল হাঁপাতে-হাঁপাতে। এসেই বসে পড়ে বলে উঠল, "ভূ—ভূ—ভূত?"

"ভূত! আবার কোথায়? সেই গাড়ি-চোরটা?"

"তা জানি না···"

গোবরার মাসির গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। তবু যা বলে তার অর্থ এই—সকালের সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজিটাকে কর্তাবাবু-গিন্নিমা তো বাড়িতে রেখে পুষ্যিপুত্তুরের মতন আদর করছেন। ওই যে খাবার টেবিলে খেতে বসেছেন। অথচ সে নাকি পুরনো আস্তাবলের ঘরে একধারে বসে একখানা ছেঁড়াখোঁড়া খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছে।

"সে মানে?"

"হ্যাঁ, নিয্যস সে রে বটুক। পষ্ট দিনের আলোয় দেখলুম না তখন? আর এখনও এই দিনদুপুরে···"

কিন্তু ওই কোনকাল থেকে পড়ে থাকা পুরনো আস্তাবলটার মধ্যে গোবরার মাসির যাবার কী দরকার ছিল?

কী দরকার আবার? সারা সকাল থেকে রাস্তায় কুড়িয়ে-কুড়িয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া গোবরের ঝুড়িটাকে রাখতে। এই তো কাজ গোবরার মাসির। বাবুদের বাড়ির চাকরি ছাড়াও ওর পার্টটাইমের ব্যবসা হচ্ছে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেওয়া, আর সেই ঘুঁটে বিক্রি করে পয়সা জমানো! বরাবরই করে। ওই আস্তাবলটা গোবরার মা'র নিরালা ভাঁড়ার। ওই জায়গায় কিনা ভূতটা···

গোবরা বলল, "কাকে দেখতে কাকে দেখেছ ?"
"বললেই হল ? ঠিক সেই পাজিটা।"
"এ তা হলে কে ? ওই যে দিব্যি তারিয়ে-তারিয়ে ডিমের ঝোল মেখে ভাত খাচ্ছে। সেই ছেলেটাকেই তো কর্তাবাবু বাড়িতে এনে..."
"তা হলে সেটাই ভূত। হয় সে ভূত, নয় এ ভূত।"
গোবরার মাসি চাপা গলায় বলে, "নচেত একটাই ভূত। সেটাই গাড়ি নিয়ে ডাংগুলি খেলে এল। সেটাই কর্তা-গিন্নির নাতির মতন চেয়ারে বসে টেবিলে খানাপিনা করছে, আর সেটাই উই পচা গোবর-গন্ধওলা মশার কুঠি আস্তাবল ঘরে দিব্যি বসে খপরের কাগজ পড়চে। ভূত নয় ! ভূতের ছ্যানা। মনিষ্যির ছ্যানা হলে, ওই আস্তাবল ঘরে বসে থাকতে পারে ? এই গোবরার মা পর্যন্ত নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢোকে ?"
গোবরা বলল, "গিন্নিমাকে বলি ?"
বটুক বলল, "ওনারা এখন খেতে বসেছেন। ডিসটার্ব করার দরকার নাই। আগে নিজেরা দেখে আসি। সত্যি, না ছায়া-টায়া ?"
"মাসি তো দেখেছে ?"
"মাসির তো চোখে ছানি। তুই, আমি, বংশীদা তিনজনে গিয়ে তদন্ত করে আসি।"
গেল তিনজনে চুপিচাপি। বাগানের পিছন দিয়ে। আর-একটা ভাঙা দেওয়ালের খাঁজে হুমড়ে পড়ে দেখতে গেল। গেল। আর দেখেই ওরে ব্বাবা ! দুড়দাড়িয়ে পালিয়ে এল তিন জোয়ান।
ভেতর থেকে সাড়া উঠল, "কে ?"
সরে গেল মুখের সামনের কাগজের আড়াল।
সেই ছোঁড়াটা ? যাকে বাবু বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডিমের ঝোল মাখা ভাত খাওয়াচ্ছেন।

মনোরমা হতভম্ব হয়ে বলেন, "তোমরা আর এখানে কাজ করবে না ? একসঙ্গে তিনজনে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইছ ? এর মানে ?"
বটুকহরি গোঁজ হয়ে বলল, "ভূতের সঙ্গে একত্তর বসবাস করা যায় না।"
"ভূত ? ভূত মানে ?"
"আজ্ঞে। মানে তো আপনাদের কাছে। হঠাৎ সক্কালবেলা মহাপ্রভু এসে হামলা করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে চব্যচোষ্য খাচ্ছেন, আবার গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে মজা দেখছেন, আবার আস্তাবলে বসে খপরকাগজ পড়ছেন।"
"কী যা তা বলছিস ? আস্তাবলে আবার কে ?"
"ওই উনিই। না বাবা। এখানে আর না।"
"বংশী ?"
"আজ্ঞে।"
"তুমিও যাচ্ছ না কি ?"
"আজ্ঞে না। আমার পৈতে আছে। আমায় কিছু করতে পারবে না।" বলে বংশী গলার পৈতেটাকে টেনে কপালে ছোঁওয়াল।
"চল তো দেখে আসি।"
"আপনি যাবেন যান। আমরা আর না।"
গোবরার মা বলে, "গোবরা আমার বাবা তারকনাথের দোর-ধরা ছেলে। ভূত-পেরেতের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না।"
চলে এলেন কর্তা-গিন্নি দু'জনাই।
দেখি তো ব্যাপারটা।
কিন্তু কোথায় কে ?
গোবর-পচা গন্ধে সামনে থেকেই ছিটকে আসতে হল। সব ওদের বুদ্ধুমি। ওই গাড়িখানা নিয়েই ওদের মাথার মধ্যে ভূত খেলছে।

কিন্তু খবরের কাগজ একখানা পড়ে রয়েছে বটে। ছেঁড়াছেঁড়া মতো। এখানে কাগজ আসবে কোথা থেকে?

কোথা থেকে আর? হাওয়ায় উড়ে-টুড়ে?

চলে এলেন বাড়িতে।

আর এসেই মাথা চাপড়ানি। এইটুকুর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে তোয়াজ করে-করে আটকে রাখা খাঁচার মধ্যেকার চিড়িয়াটি!

টম নো-পাত্তা!

চেয়ারের পিঠে ঝুলছে তাকে পরতে দেওয়া শার্ট-প্যান্ট। আর উঠোনের দড়িতে মেলে দেওয়া তার ছেঁড়া গেঞ্জি আর পায়া-ফাঁসা হাফপ্যান্ট অদৃশ্য। তার মানে, আধভিজে দুটোই গায়ে চাপিয়ে সটকেছে।

থানার দারোগা মাথা চুলকে বললেন, "আপনি সার এমন একজন পাকালোক হয়ে এমন একটা কাঁচা কাজ করে বসলেন? ওই একটা পুঁচকে ছেলেকে কোনওভাবে আটকে ফেলতে পারলেন না?"

চৌধুরীসাহেব মনঃক্ষুণ্ণভাবে বললেন, "বাড়ির কাজের লোকগুলোর বোকামিতেই··· 'ভূত-ভূত' করে একটা রব তুলে এমন করল···।"

চক্রবর্তী হেসে ফেলে বলেন, "তা, তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের এই এরিয়ায় হঠাৎ বেশ ভৌতিক ব্যাপারই চলছে মনে হচ্ছে। এইমাত্র গণপতি সাহা নামের এক ভদ্রলোক ডায়েরি করে গেলেন, তাঁরও নাকি মাত্র এক মিনিটে গাড়ি বেপাত্তা।"

"অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে তাই তো।"

"বিজনেসম্যান। শ্যামবাজারের মোড়ে না কোথায় কিসের যেন মস্ত দোকান আছে। হাতিবাগানেও। তো শহরের গোলমালে থাকতে চান না বলে ফ্যামিলি নিয়ে এই দেশের বাড়িতেই থাকেন। রোজ যাতায়াত করেন। পুরনো একখানা অ্যামবাসাডার ছিল। তো সম্প্রতি নতুন একখানা মারুতি কিনেছেন। ড্রাইভার গাড়িটাকে গ্যারাজ থেকে বার করে বাড়ির মধ্যে কী যেন বলতে গেছে, এসে হাঁ। গাড়ির চিহ্ন নেই।"

"বলেন কী? তাজ্জব।"

"সেই তো। কোথাকার কোন গ্যাং হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে···। ড্রাইভারটাকে জেরা করতে বলল, ও যখন গ্যারাজের দরজা খুলে গাড়ি বার করছিল, রাস্তার ওপারে একটা গাছতলায় এক ধরনের বয়েসের ছেঁড়া গেঞ্জিপরা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এসে দ্যাখে তারা নেই।"

"অ্যাঁ, আবার ছেঁড়া গেঞ্জি!"

"সেই তো।"

"লোকটাকে ছুটিয়েছেন?"

"আমরা তো ছোটালাম। সেই সাহামশাইও নিজে ট্যাক্সি নিয়ে একদিকে বেরিয়েছেন। অন্যদিকে ড্রাইভার। কিছু ফল হবে কি না জানি না। তবে যদি আপনার কেসটার মতো হয়ে যায়···"

চৌধুরীসাহেব একটু চিন্তিতভাবে বলেন, "দুটো ছোট ছেলে।"

"তাই তো বলল।"

"কিন্তু অতটুকু ছেলেদের কতটা ক্যাপাসিটি? অ্যাঁ, কতটা স্পিডে গাড়ি ছোটাতে পারে?"

"সেই তো ভাবছি।"

চৌধুরী বললেন, "লালবাজার···নো খবর?"

"নো খবর।"

"গণপতি সাহার বাড়ি থেকেই বারেবারে ফোন আসছে। গাড়ি পাওয়া গেছে কি না। ···পুলিশ বলে তো আর ভগবান নই সার যে, যেখানে যা কিছু ঘটবে সব টের পেয়ে যেতে হবে।"

জিম বলল, "কী কী খেলি বুড়োর বাড়িতে?"

টম বলল, "সকালের কথা তো বললাম। দুপুরে গাদা-গাদা কী সব দিয়েছিল, কে অত খাবে! শুধু ডিমের ঝোল, চিংড়ির তরকারি, ডাল আর আলুভাজাটা খেয়েছি।"

"সবই তো বাজে। পচা! আমি অনেক ভাল খেয়েছি। গরম জিলিপি, বোঁদে, গরম-গরম হিঙের কচুরি, আলুর তরকারি, ঝাল-ঝাল শিঙাড়া—জগতে এত যে ভাল-ভাল খাবার আছে।"

টম নিশ্বাস ফেলে বলে, "ঠিক বলেছিস। রাতদিন কেবল ফল খা, দুধ খা, মাছ খা, মাখন খা—হ্যানো খা, ত্যানো খা! একটু ফুচকা আলুকাবলি ঝালমটর খেতে দেখলেও বকাবকির ধুম। যতসব পচা বুদ্ধি? তো ভাগ্যিস তুই বুদ্ধি করে টাকা-পয়সা কিছু এনেছিলি।"

"হুঁ, বাবা। আমি তোর মতন বোকা নই। টাকা-পয়সা না নিয়ে নিরুদ্দেশ হলে কম অসুবিধে? আরও বেশি করে আনলে আরও ভাল হত। তোর জন্যই···"

টম বলল, "আমি ভাবলুম চুরি করা হচ্ছে···।"

"ধ্যাত। চুরি আবার কী? নিজেদের বাড়ির জিনিস নিলে চুরি করা হয়? বাড়িতে যদি ফ্রিজ খুলে কিছু খাই? সেটা চুরি?"

"তা নয় অবশ্য।"

"তবে?"

"তা ছাড়া, এই যে আমরা চলে এসেছি। আমাদের জন্য এখন কিছু খরচ হচ্ছে ওদের?"

"ঠিক? কিন্তু গাড়িটাকে এলোপাথাড়ি চালিয়ে এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে এনে ফেললি, এখন কী হবে?"

জিম সতেজে বলল, "কী আবার হবে? ভালই তো, এখানে কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না মনে হয়। গাড়ির মধ্যে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। উঃ। কাল যা হয়েছিল!"

টম বলল, "ওঃ বাবা! মশারা তো গা একদম ফুলিয়ে দিয়েছিল। তোরও তো মুখটা একদম···আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ!"

জিম গম্ভীরভাবে বলল, "অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে তুই বুঝি আরামদায়ক সিল্কের বিছানার মশারির মধ্যে শুতে চাস?"

"আহা। তাই বলছি নাকি? আমিই তো বলেছিলাম টাকা-পয়সা জামা-টামা কিছু না নিতে। তুই-ই তো বরং এই-সেই সঙ্গে নিলি।"

জিম জোর দিয়ে বলল, "রাস্তার ছেলে হয়ে বেড়ালেও দু' সেট জামার দরকার, বুঝলি? আর টুথব্রাশ-টুথপেস্টটা।"

"কোথায় সেগুলো?"

"এই তো, আমার ঝোলাটার মধ্যে!"

"এ মা। এই ঝোলাটাকেও এইরকম কাদা মাখিয়েছিস?"

"তা মাখাতে হবে না? ধুলোমাখা রাস্তার ছেলেদের কাঁধে একটা সুন্দর ফুল-কাটা ঝোলা। বোকার মতন লাগবে না?"

"জিম। তুই তো আমার থেকে ছোট। তবু তোর বুদ্ধি ঢের বেশি। আর গাড়িও চালাস অনেক ভাল।"

"ছোট? আহা রে। কতই ছোট!"

জিমেরও টমের মতোই মুক্তোপাটি দাঁতের সারির মধ্যে একটা দাঁতের জায়গা শূন্য। সেই দাঁতেই ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে জিম।

"তা যতই যা হোক। ছোট তো? আমি বড়।"

"ছাড়! কী আমার বড় রে? হি-হি। দাদা। গুরুজন। প্রণাম করি তা হলে? তা একটু বোকা আছিস বটে! দু-চারটে বই নিয়ে

আসতে পারতিস !"

"এ মা। চুরি করে ?"

"ভাগ্। চুরি আবার কী ? এই যে গাড়ি ! চুরি করেছি ? সেটার মতন এটাও ফিরিয়ে দেব। বইগুলোও পড়ে আবার..."

"আহা ! গাড়ি তো রাস্তা থেকে নেওয়া। বই নিতে হলে বাড়ির মধ্যে থেকে সকলের সামনে দিয়ে সিঁড়িতে উঠে..."

"নাঃ। সত্যিই তোর বুদ্ধি নেই টম ! সিঁড়ি দিয়ে ছাড়া দোতলায় ওঠা যায় না ?" তারপরই বলে, "কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন কিছু দেয়নি কেউ ! আমাদের ছবি-টবি ছাপায়ওনি ?"

"কোথায় কাগজ ?"

"সে তো সেইখানে পড়ে আছে।"

"পেয়েছিলি কোথায় ?"

"কোথায় ?" জিম হি-হি করে হেসে ওঠে। "একটা না বুড়ো মতন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রোদের দিকে কাগজখানা ছড়িয়ে...হি-হি...এমন মন দিয়ে পড়ছিল, গায়ের কাছ দিয়ে গাড়ি আসছে দেখতেই পাচ্ছে না। দেখেই না...হি-হি-হি-হি-হি...ফট করে ব্রেক মেরে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটানে...হি-হি। তো খানিকটা বুড়োর হাতেই থাকল, আর খানিকটা না আমার হাতে। তো দেখি যে ওই যেখানে নিরুদ্দেশটেসের খবর ছাপে, সেটা আমার কাছে চলে এসেছে। কিন্তু..."

টম বলল, "আমরা তো মাত্তর পরশু স্টার্ট করেছি রে জিম ! এক্ষুনি কী করে ? তো আমরা তো আর টিভি দেখতে পাচ্ছি না ! ওতে ছবি দিয়ে-দিয়ে খবর বলে।"

জিম আবার হি-হি করে হেসে ওঠে, "হ্যাঁ। এই ছেলেটির বয়েস এই...নাম এই..."

টম বলে, "ওই বাড়িটায় টিভি আছে।"

"থাকগে। আমাদের কী ? আমাদের তো এখন শুধু চেষ্টা করতে হবে যাতে না ধরে ফেলতে পারে।"

জিম তার হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে একমুঠো 'ঝালচানা' বার করে বলে, "নে, তোর জন্য রেখেছিলুম !"

"এ মা, সবটা দিচ্ছিস ? তুই নে।"

"আমি অনেক খেয়েছি।"

"খেয়েছিস তো খেয়েছিস। একসঙ্গে তো খাসনি।"

দু'জনে নিবিষ্ট মনে নুন চেটে-চেটে তারিয়ে-তারিয়ে সেই পোকাধরা ঘোড়ার ছোলার ঝালচানা খেতে থাকে।

"কী ফার্স্টক্লাশ রে জিম। অনেক বেশি করে কিনলি না কেন ?"

জিম হি-হি করে, "আহা। আর 'পেট ছেড়ে' দিলে ?"

"এই বাবা ! সেই একটা ভাবনা।"

একটু পরেই আবার বলে ওঠে, "আচ্ছা টম ! আমরা তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে রাস্তার ছেলে হয়ে গিয়ে ঘুরছি। লোকের গাড়িও নিয়ে চলে আসছি, তো তেমন অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার লাগছে কই রে ?"

টম জোরে বলে ওঠে, "আহা ! আহ্লাদ। কলকাতার এত কাছে-কাছে ঘুরে অ্যাডভেঞ্চার হবে ? চল না, কাঠমাণ্ডু কি লাদাক কি অসমের জঙ্গলে। ভীষণ-ভীষণ বিপদ-টিপদ আসুক। বুনো হাতি তাড়া করুক, ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখি, কিংবা হঠাৎ অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, তবে তো ?"

জিম নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমাদের ভাগ্যে আর হয়েছে ! ছোট হওয়া যে কী যন্ত্রণা ! পৃথিবীর যতসব বড়রা আর বুড়োরা যেন ছোটদের জ্বালাতন করতেই জন্মায়। ...এই তো এই গাড়িটা চালিয়েই তো কত দূর চলে যাওয়া যেতে পারে। তো শান্তিতে যেতে দেবে ? রাস্তায় দেখতে পেলেই বলে উঠবে আরেব্বাস ! এইটুকু ছেলে গাড়ি চালাচ্ছে। ও খোকা ! তোমার লাইসেন্স আছে ? ...পুলিশ নয়, এমনি লোক। তবুও। আর পুলিশ হলে তো হয়েই গেল। দেখলি তো কী ছুট মেরে চলে আসতে হল। তো টম ! সেই গ্রহান্তর-ফেরত মানুষটা কী করে অন্য গ্রহে গিয়েছিল রে ?"

টম ছোলার নুনটা চাটতে-চাটতে বলে, "সে তো গাদাগাদা কাণ্ড। না পড়লে বুঝতেই পারবি না। এই, এই জিম ! দ্যাখ, দ্যাখ। ওইখানে একটা পেয়ারাগাছে কত পেয়ারা !"

ব্যস ! দেখতে যা দেরি। দু'জনে গাছে উঠে পড়ে।

ডাঁশাও নয়, নেহাত কষা পেয়ারা। তাতে কী ? গাছে চড়ে বসে পেড়ে-পেড়ে চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলতেই কী কম মজা ? তবু একটু যেন অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার !

গাছের ওপর থেকেই হঠাৎ এক দৃশ্য চোখে পড়ল।

"টম ! ওদিকে রাস্তার ধারে সেই ভুঁদো বুড়ো দুটো পুলিশ নিয়ে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল !"

"সেরেছে। তার মানে গাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছে।"

"এই, একদম নড়িসনি ! দ্যাখ, কী করে ! এই, এই, এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে চলে গেল। হি-হি। গাড়িটাকে দেখতে পেল না।"

"দেখবে কী ? তুই ওটাকে যা বিচ্ছিরি ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে এনেছিস।"

ভাগ্যিস এনেছি। না হলে তো ঠিক দেখতে পেত। আর-একটু থাক চুপচাপ ! পরে আরও ঘুরে নিয়ে ফেরত দিয়ে এলেই হবে।"

"আহা এটা চেপেই যদি কাঁহা-কাঁহা জায়গায় যাওয়া যেত রে। তো হিংসুটে লোকেরা তো দেবে না ! লাইসেন্স ! লাইসেন্স থাকলে যেন তারা অ্যাকসিডেন্ট করে না। যতসব। অন্য গ্রহেই চলে যেতে ইচ্ছে হয়।"

এক সুটেড-বুটেড সুদর্শন ভদ্রলোক দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই দ্রুত বেরিয়ে আসতে-আসতে বলে উঠলেন, "এই যে দরবারিলাল এসে গেছ। কী খবর বলো তো ? তোমাদের ছোটসাহেব হঠাৎ আমায় ট্রাঙ্ককল করে জরুরি তলব করল কেন বলো তো ?"

দরবারিলাল সংক্ষেপে বলল, "কোঠিতে চলেন।"

"কী বাবা। ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে ? কেউ মারাটারা যায়নি তো ?"

"আরে রাম ! রাম !"

"তবে ? কারও বেশি বেমার-টেমার ?"

"না সাহেব। ওসব কুছ না !"

"তবে ? হঠাৎ এভাবে...তুমি কিছু চেপে যাচ্ছ মনে হচ্ছে !"

দরবারিলালের এখন স্টিয়ারিং-এ হাত। ঘাড় না ফিরিয়ে বিজবিজ করে যা বলে তার অর্থ, হয় বাড়ি থেকে খুব দামি কিছু জিনিস হারিয়ে যাওয়ায় ছোটসাহেব বড়সাহেবকে খবর দিয়েছেন।

"আরে ধুস ! এইজন্য আমায় সব কাজ ফেলে আসতে হল ?" বড়সাহেব রেগে-রেগে বলে ওঠেন, "আমাদের বাড়িতে কী এমন দামি জিনিস ছিল হে দরবারিলাল ? কোহিনুর হিরের মুকুট ? আসলি মোতির মালা ?"

দরবারিলাল খুব গম্ভীর গলায় বলে, "উসবসে বহোৎ জ্যায়দা দামি ভি হোতে পারে।"

"যাব্বাবা ! এ আবার কী রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের মতো কথা তোমার দরবারিলাল ! দেখি বাড়ি গিয়ে। তোমাদের ছোটসাহেব আবার কী বলেন !"

গাড়ি এসে বাড়ি পৌঁছল।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর মস্ত বাড়ি। সামনে উঁচু লোহার

গেট। খোলাই রয়েছে। বাড়ি ঢুকে এসে ভদ্রলোক হাঁক পাড়লেন, "পল্টু! পল্টু! এই যে, এসব কী ব্যাপার তোদের? বাড়ির একটা জিনিস হারিয়েছে বলে আমার এই কাজকর্মের সময় জরুরি তলব? কী এমন দামি জিনিস?"

পল্টু অগ্রাহ্যের গলায় বলে, "আমি অবশ্য দামি ভাবি না। কানাকড়িও না। তবে আর সব্বাই ভীষণ দামি ভেবে চিন্তায় মরছে।"

"কী মুশকিল। তো জিনিসটা কী? থানায় ডায়েরি করিয়েছিস?"

পল্টু দু' হাত উলটে আরও তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, "ওসব থানা-পুলিশের মধ্যে আমি নেই দাদা! তোমার বাসনা হয় থানা-পুলিশ, গোয়েন্দা-গণৎকার, রেডিও-টিভি সব করো। আমায় ছুটি দাও। আমি আমার সব জামাকাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে রেডি রেখেছি, হরিদ্বারের টিকিট কাটা, তুমি এলেই কাট মারব ঠিক করা আছে। এখন তুমি ঠ্যালাটি বোঝো।"

বেলা পড়ে এসেছে।

বটুকহরি চা দিতে এসে বলল, "কর্তামশাই শুনেছেন খবর?"

"কোন খবর? কিসের খবর?"

"আজ্ঞে, আজকে এই বারাসতে আর কিসের খবর? সেই ভূতের ছানাটার কীর্তিকাণ্ডর খবর। বাজারধারের সাহামশাইয়ের নতুন মালুতি গাড়িখানা ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

"ভূত-ভূত করিস না বটুক! বেশ বোঝা যাচ্ছে, হঠাৎ কোনও গাড়ি-চোরের আবির্ভাব হয়েছে এখানে।"

"আজ্ঞে, চোরই বা বলেন কী করে? আবার তো ফেরতও দে গেছে।"

"আমারটা পুরনো। বোধ হয় পছন্দ হয়নি। ওই নতুন 'মালুতি' গাড়ির সন্ধানে ছিল। এটা আর ফেরত দেবে না দেখিস!"

"কিন্তুক ওইটুকুন ছেলে..., বলে কিনা তীরবেগে..."

"আরে দূর। ওটা ওই পুলিশসাহেবদের চোখের ভুল। কত বেঁটেখাটো রোগা ক্ষয়া লোক থাকে, সেইরকমই হবে। এই ছেলেটা যে কীভাবে উপে গেল। তোরা তখন মিছিমিছি ভূত-ভূত করে ধুয়ো তুললি, আমরাও দু'জনেই ছুটে চলে গেলাম, সেই তক্কে..."

কথার মাঝখানে হঠাৎ টেলিফোনের ঝনঝনানি।

"চৌধুরীসাহেব আছেন?"

"কথা বলছি।"

"সার। আমি চক্রবর্তী বলছি, আবার একই ব্যাপার সার। গতকাল গণপতি সাহার বাড়ির সামনে থেকে..."

"হ্যাঁ শুনলাম! নতুন মারুতি গাড়ি! হুশ করে হাওয়া হয়ে গেছে।"

"গেছল সার। গতকাল সারারাত গণপতিবাবু গাড়ির শোকে কেঁদেছেন। এখন আবার ফিরে এল।"

"অ্যাঁ! বলেন কী? চোরকে ধরতে পেরেছেন?"

"আমাদের লাকের দোষ সার। ধরে ফেলেছে একটা রিকশওলা। গাড়ি ফেরত দিয়ে ছেলেটা নাকি দেখেছে রিকশওলা রাস্তায় রিকশ রেখে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। ব্যস। ফট করে রিকশয় উঠে পড়ে প্যাডেল করতে শুরু করেছে। কিন্তু চোর ব্যাটার ব্যাড্‌লাক। হঠাৎ চাকার চেনটায় গড়বড় করায় রিকশওলা তাকে চেপে ধরে। আরও পাঁচজনে জোটে। তো এইমাত্র থানায় জমা দিয়ে গেল। তবু প্রাণে ভয় নেই। ওইটুকু বাচ্চা, কী তেজ। বলে কিনা, খবরদার মারবে না বলছি। মারাটারার আইন নেই এখন।"

এই কথার তোড় থেকে একটু ফাঁকা পেয়ে চৌধুরী বলেন, "আচ্ছা, বলছেন বটে কাল থেকে, ছোট ছেলে। কিন্তু সত্যিই কী তাই? মাপে ছোট চেহারার লোকও হয়।"

"কী যে বলেন সার। এত লোক দেখছি। ব্যাটার এখন সবে একটা দুধে দাঁত পড়েছে।"

চৌধুরীর চোখের সামনে টমের চেহারাটিও ভেসে ওঠে। তারও যেন একটা দাঁত! কিন্তু তা কী করে হবে? ও যখন আমাদের সঙ্গে খায়, তখন আস্তাবলেও না কি ওইরকম একটা ছেলে। আবার ওইরকম সময়ই না কি গণপতি সাহার বাড়ির সামনে থেকে...

না। সময়টাকে নিয়ে অঙ্ক কষতে হবে। মুখে বলে উঠলেন, "তা মারধোর করেননি তো?"

"না, সার। ছেলেটো যা রাগি, যদি বদমাইশি করে আমাদের ফাঁসাবার জন্য একটা থাপ্পড় খেয়েই চোখ উলটে মরে বসে। তবে খুব একখানা রামধোলাই দেবার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল।"

"না না। ইচ্ছেটা সামলান। যতই দুঁদে হোক, সত্যিই যখন বাচ্চা।...খুব সাবধানে আটকে রাখবেন। আমি তো কাল আর-একটা বাচ্চা ছেলের কাছে বুদ্ধু বনে গেলাম। আচ্ছা, ওই সাহামশাইয়ের গাড়িটা গিয়েছিল কখন?"

"এই বেলা দুটো-সওয়া দুটো নাগাদ। উনি থাকেন এখানে, দোকান রেখেছেন শ্যামবাজারে। সকালের দিকে দোকানে ভাইপো বসে, উনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধীরেসুস্থে গাড়িটিতে চেপে রওনা দেন। সেইসময়ই..."

"বুঝলাম! তো গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিল বলেছে?"

"বলবে? সেই ছেলে? বলে কিনা যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়েছি। পুলিশকে বলতে আমার দায় পড়েছে।"

"অ্যাঁ!"

"তবে আর বলছি কী। শয়তানের বরপ্রাপ্ত ছেলে। আচ্ছা। ছাড়ছি। ভাবলুম খবরটা আপনাকে দিয়ে দিই। কী বলছেন? ও, না। লালবাজার থেকে নো নিউজ। তবে এই ছেলেটাকে..."

হঠাৎ ফট করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

দু'জনেই 'ওই যা' বলে থেমে গেলেন।

মনোরমা দেবীর গলা শোনা গেল, "অ বটুক, অ গোবরা। এইবেলা দ্যাখ হ্যারিকেনে তেলভরা আছে কি না। মোমবাতিগুলো কোথায়। এখনও 'ভগবানের আলো' রয়েছে একটু।"

হ্যারিকেনগুলো থাকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির চাতালে। গোবরা সেই ভগবানের আলোটুকুর ভরসায় সিঁড়িতে উঠে গেল।

আর তারপর?

পরক্ষণেই 'আঁ আঁ' করতে-করতে দুদ্দাড়িয়ে নেমে এসে "ভূ-ভূ—" করে মাটিতে বসে পড়ল কেন?

কেন আর? ভগবানের সেই আবছা আলোটুকুতেই গোবরার ভূত-দর্শন ঘটে গেছে!

"ভূত কত্তাবাবুর লাইবেরিলি ঘরের মধ্যে বই নাড়াচাড়া করছিল!"

সেই মূর্তি। পিঠ ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়া-ফাঁসা প্যান্টুল। সেই ফাঁক থেকে চাঁদের টুকরোর মতো রং উঁকি দিচ্ছে।

"কোথা দিয়ে উঠেছে? সিঁড়ির সামনে তো সব সময় লোক!"

গোবরা কত্তাবাবুকে ধিক্কার দিয়ে বলে, "ওনারা কী সিঁড়ির ধার ধারে বাবু?"

হ্যারিকেন লণ্ঠন নামানো হয়নি। বংশীলাল দুটো বাখারিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে ভিজিয়ে মশাল বানিয়ে 'রাম রাম! সীতারাম' করতে-করতে সিঁড়িতে উঠল। পিছনে চৌধুরীসাহেব। তার পিছনে বটুক। তার পিছনে গোবরা। তার পিছনে গোবরার মাসি।

চৌধুরীসাহেব বাদে সকলের মুখেই 'রাম রাম' ধ্বনি !

কিন্তু কোথায় কে ?

বটুক আর গোবরা সতেজে বলে, "আমরা দল বেঁধে মশাল জ্বালিয়ে দেখতে যাব বলে, উনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন ? সরে পড়বেন না ?"

না হলে গোবরার চোখের ভ্রম ।

তাইবা বলা যায় কী করে ? টেবিলের বই তো বেশ হাণ্ডুল-বাণ্ডুল । বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা । আর সেই দরজার কাছে কী একখানা চটি বই পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে ।

কী বই ?

এমন কিছু না । 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' ।

চৌধুরীসাহেবের এই মস্ত পুরনো বাড়িখানা হঠাৎ যেন রামধুন-এর আখড়া হয়ে উঠল । কাজের লোকেরা তারস্বরে 'রাম রাম' করছে আর বাড়ির গিন্নি মনে-মনে ।

কালকের সেই ছেলেটাকে কী করে ভূত বলে ভাবা যায় ?...কিন্তু তার কার্যকলাপ যে তার মানবত্বের বিরুদ্ধে দারুণ সাক্ষ্য দিচ্ছে । কেউ যদি একই সময় খাবার টেবিলে এবং পোড়ো ঘোড়ার আস্তাবলে অবস্থান করতে পারে, এবং মারুতি গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়ে পুলিশকে কলা দেখাতে-দেখাতে নিখোঁজ হয়ে যায়, কী বলা যায় তাকে ? আর এখন ? থানার লকআপে থাকতে-থাকতে চৌধুরীসাহেবের দোতলার লাইব্রেরি ঘরে !...আর কাল এসেই নিজেই বলেছিল না, 'এইরকম পুরনো বাড়িতে ভূত থাকে ।'

না বাবা ! মনোরমাও মনে-মনে রামনাম জপবেন না কী করবেন ?

একা চৌধুরীসাহেবই রামনামের বদলে মিনিট গুনছেন কারেন্ট আসার অপেক্ষায় । এলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে থানায় পৌঁছে যাবেন । নিজের চক্ষে না দেখে স্বস্তি হচ্ছে না ।

তা কারেন্ট এল একটু পরেই । বেরোলেন । থানাটা নেহাত কাছে নয় । কিন্তু খানিকটা যেতেই হঠাৎ রাস্তার পাশের দিকে তাকিয়ে চৌধুরীসাহেবের টাকের চুল খাড়া হয়ে গেল ।...এই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ধারে একটা মোটকা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রাস্তার আলোয় নিমগ্ন হয়ে একখানা বই পড়ছে কে ও ?...চৌধুরী স্রেফ গোবরার মতো দেখে নেবেন ওর পায়ের গোড়ালি কোন দিকে ? চৌধুরীসাহেবও কি 'রামনাম' করবেন ?

তা অবশ্য করলেন না । ঘ্যাঁচ করে গাড়িখানাকে থামিয়ে নেমে পড়ে ওর কাছে গিয়ে বলে উঠলেন, "টম ! তুমি এখানে ?"

ছেলেটা খুব বিরক্ত হয়ে বইটা মুড়ে তাকিয়ে বলল, "আমি টম নই ।"

চৌধুরী বইটার মলাট দেখতে পেলেন ।

একট আলগা হাসি হেসে বললেন, "বাঃ । কাল তো বললে তোমার নাম টম । আমায় চিনতে পারছ না ?"

"জীবনেও আমি আপনাকে দেখিনি । আমার নাম টম নয় । ব্যস ।"

"জীবনেও আমায় দ্যাখোনি ? ভারী মজার কথা বলছ ? আমি সেই চৌধুরীমশাই, যে-বাড়িতে তুমি কাল চানটান করলে ..."

"আমি মোটেই আপনার বাড়ি চান করিনি ।"

চৌধুরী ফট করে বলে ফেলেন, "এই বইখানা কিন্তু আমার বাড়ির !"

ব্যস । দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে নীল-নীল দুটো চোখে, "ও । তাই বুঝি বই-চোরকে ধরতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন ? নিয়ে যান আপনার বই । ভাবছিলাম কলকাতা থেকে গাড়ি এসে পড়ার মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে । দরকার নেই ।"

হাত-বাড়িয়ে বইটা দিতে আসে।

চৌধুরী ব্যস্তভাবে বলেন, "রাগ করছ কেন ভাই ?··· আমি তো তোমার দাদুর মতো।"

"আমার কোনও দাদুটাদু নেই।"

"আরে বাবা, আমার তো তোমার বয়েসী একটি নাতি আছে। সে যাক, কলকাতা থেকে গাড়ি আসার কথা কী বললে বলো তো ?"

"কী আবার ! ওই ওষুধের দোকানের টেলিফোন থেকে দু' টাকা দিয়ে কলকাতার চেনা বাড়িতে ফোন করে দিলাম ডিরেকশান দিয়ে, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে এখানে চলে আসতে। মজা পেয়েছে ! একটা ছোট ছেলেকে থানায় আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে···মজা বার করে দিচ্ছি !"

চৌধুরী অকূল পাথারে। "তোমায় থানায় আটকে রেখেছিল ?"

"আমায় ? হি-হি-হি। কী বুদ্ধি ! তা হলে এখানে কে ? আমার ভূত ? আটকে রেখেছে অন্য ছেলেকে ! তো পুলিশ যা পাজি ! এইবেলা গাড়ি না এলে পিটিয়ে মেরে ফেলতেও পারে।"

চৌধুরী দিশেহারা ! তবু বললেন, "না না, মেরে ফেলবে কেন ? তবে সে তো শুনলাম একটা গাড়ি-চোর !"

"চোর ? বললেই হল ? একবার চড়লেই চোর হয়ে যায় ? গাড়িটা সে নিয়ে নিয়েছে ?"

"তা হলেও··· শুনলাম কাল সারারাত না কি গাড়ির মালিক গাড়ির শোকে কেঁদেছে !"

"কেঁদেছে ? হি-হি। সেই বুড়ো ভুঁদো ? তো রাত্তিরে কোথাও শুতে হবে তো তাকে ! আস্তাবলে শুয়ে মশার কামড় খাবে ?"

"কিন্তু পুলিশ তো তাকে বলবেই 'গাড়ি-চোর'। ভোঁ করে গাড়ি নিয়ে···"

"লোকে বিশ্বাসই করবে না। ও তো জোরে গাড়ি চালাতেই জানে না। আস্তে-আস্তে চালায়। শুধু ফেরত দিতে এসেছিল। তাই তো ধরা পড়ে গেল। ইস, কখন যে আসবে গাড়িটা !"

"কলকাতার কোথা থেকে আসবে ?"

"বালিগঞ্জ থেকে।"

"ও। তা হলে তো দেরি হবেই।"

"স্পিডে এলে কিছু দেরি হয় না। তো দরবারিলাল কি স্পিডে চালাবে ? যা ভিতু ! ওঃ। পুলিশ যে কী করছে এতক্ষণে !"

তা সত্যিই খানিক পরেই একখানা গাড়ি এসে গেল ঝড়ের বেগে।

"জিম ! জিম !"

"এই যা ! বাপি আবার কবে এলে ? ঠিক আছে। কাকু এখন শিগগির থানায় চলো।···এই যে আপনিও চলে আসতে পারেন। ও, আপনার তো সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। ইচ্ছে হলে আসবেন।"

"ইচ্ছে তো হবেই।"

থানায় চলে এলেন সকলে। আর মোটরগাড়ি-চোরকে লকআপ থেকে বার করে আনা মাত্র চৌধুরীসাহেবের টাকের চুল আবার খাড়া হয়ে উঠল। তারপর বলে উঠলেন, "ও বুঝেছি ! জোড়া মানিক। লব-কুশ।"

পল্টুর দাদা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ মশাই ! তবে ওই মানিকজোড়টিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে রেখে ওদের মা জননীটি স্বর্গে উড়ে গেলেন। আর আমরা···"

পল্টু বলে উঠল, "তোমার কথা বোলো না দাদা, বরং আমার কথা বলো ! আমিই হাড়ে-হাড়ে জানি, এঁরা কী চিজ। ঠিক করেছি এদের নিয়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছেই আমি···"

"থাক থাক, সেকথা পরে হবে।" চৌধুরী বলেন, "চক্রবর্তী, মারধোর করা হয়নি তো ?"

চক্রবর্তী জিভ কাটলেন। "আপনি নিষেধ করেছেন। বরং দুটো রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয়েছিল। ছোঁয়নি। বলেছে, 'থানার খাবার আবার মানুষে খায় ?' তো এই এনারাই গার্জেন ? বাবা-কাকা ?"

কাকা গম্ভীরভাবে বলেন, "গার্জেন বলবেন না মশাই। বলুন প্রজা ! তো একজোড়া কোহিনুর হিরে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে কত কী লাগবে বলুন ! প্রস্তুত হয়েই এসেছি।"

চক্রবর্তী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আবার জিভ কাটেন। "ছি ছি। ওসব কী ? কিন্তু ব্যাপারটা কী ?"

"ব্যাপার ? এই মহাপ্রভুদেরই জিজ্ঞেস করুন।"

জিম এবার সতেজে বলে, "ব্যাপার আবার কী ! সব সময় কেবল বাবুদের ছেলে হয়ে থাকতে হবে ? একবারও যেন রাস্তার ছেলে হয়ে যা-খুশি করে বেড়াতে ইচ্ছে হয় না ? মানুষ যেন খাঁচার পাখি। চিড়িয়াখানার পোষা ভাল্লুক ! চলে আয় টম ! আবার সেই খাঁচায় ঢুকতে যাই। সাধে বলেছিলাম, আমাদের ভাগ্যে অ্যাডভেঞ্চার-টেঞ্চার নেই। কত কষ্টে জামাটামা ব্লেড দিয়ে কেটে রাস্তার ছেলে সাজা হয়েছিল ! এখন আবার সেই 'এই কর' আর 'সেই কর'। 'এই করিস না' আর 'সেই করিস না'।···এই যে একখানি কাকু আছেন আমাদের, ওঃ।"

কাকু বলে ওঠেন, "ঠিক আছে। অতপর শান্তি। আর কাকুটাকু নেই। তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই, গেরুয়া পরে সোজা হরিদ্বার।"

দুটি কণ্ঠ একসঙ্গে সচকিত ! "গেরুয়া পরে !"

"তাই ঠিক করেছি। ভূতের সেবা করে মরার থেকে ভগবানের ভজনা করা বেটার।"

"কী ? আমরা ভূত ?"

"ভূতের বাবা। ঠাকুরদা।"

চৌধুরীসাহেব হেসে ফেলেন, "তা এই দুটো দিন এই এক ছাঁচের দুই মহাশয়ব্যক্তি যা করে বেড়িয়েছেন। সবাই তো ভূতের কাণ্ড ভেবে···"

পল্টু বলে ওঠে, "ঠিকই ভেবেছে সবাই। ভূত নয় তো কী ? জ্যান্ত ভূত। ওদের বাবার সামনেই বলছি।"

ওদের বাবাও হেসে ওঠেন, "সত্যি কথা বলবি, তার ভয়টা কী ? তবে যদি মতলব করে থাকিস ওঁদেরকে আমার ঘাড়ে চাপাবি তা হলে আমিও চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে সোজা মানস কৈলাস। আমার জন্যও দু'খানা গেরুয়া ছুপিয়ে রাখিস।"

জোর হাততালি।

হঠাৎ ভূতের নেত্য শুরু হয়ে যায়। "কী মজা ! কী মজা ! ও কাকু আমাদের জন্যও। আমাদের যতসব জামা আছে ছুপিয়ে দিও ! আর টিকিট কিনে ফেলো। ওই মানস-টানসে দরকার নেই। হরিদ্বারের। এর পর তোমার কী নাম হবে কাকু ? 'পল্টু মহারাজ', না 'পল্টনানন্দ স্বামী ?' গেরুয়া পরলেই তো···ও কাকু, আমাদের কী নাম হবে ?"

চৌধুরীসাহেব বলেন, "যত দেখছি। ততই মুগ্ধ হচ্ছি।"

"একদিন-দু'দিন দেখলে তাই হয়। নিয়ে ঘরে থাকুন। আচ্ছা নমস্কার ! মিস্টার চক্রবর্তী।···মিস্টার···"

"চৌধুরী ! চৌধুরী।" টম বলে ওঠে।

তারপর গাড়িতে উঠে 'টা-টা' করে বলে ওঠে, "আপনি দিদাকে বলবেন, আবার আসব। বটুককে, গোবরাকে, গোবরার মাসিকে আর বংশীলালকেও বলবেন।···আমার এই 'দশ মিনিটের ছোট' ভাইটাকেও নিয়ে আসব। এই জিম। টা-টা কর না !"

ছবি : দেবাশিস দেব